জনপ্রিয় ও শ্রোতা সমাদৃত

ইসলামী গজল সম্ভার

সম্পাদনা ও সংকলনে
সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

ইসলামী গজল সম্ভার

ঃ সম্পাদনা ও সংকলনে ঃ

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

ঃ সম্পাদনা সহযোগী ঃ

শায়ের মুহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম
শায়ের সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান মুরাদ
শায়ের সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
শায়ের সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী
শায়ের মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ
ক্বারী মুহাম্মদ তারেক আবেদীন
শায়ের মুহাম্মদ আবদুল করিম
মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী
মুহাম্মদ এনামুল হক এনাম
মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন

ঃ প্রকাশনায় ঃ

জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

ঃ ৪র্থ প্রকাশ ঃ

জুলাই ২০১০ইংরেজী

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

- জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স
  ১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
- উজ্জীবন লাইব্রেরী
  কাদেরীয়া মাদ্রাসা গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
- সনজরী পাবলিকেশন্স
  ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
- মামুন রেজা লাইব্রেরী
  ফায়ার সার্ভিস রোড, হবিগঞ্জ সদর
- বর্ণমালা লাইব্রেরী, শিবগঞ্জ, সিলেট
- মিডিয়া প্লাস, চকবাজার, কুমিল্লা
- মুহাম্মদী কুতুবখানা, রেজভী কুতুবখানা, আল-মদিনা কুতুবখানা
  আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
- তৈয়বীয়া লাইব্রেরী, জোহুরীয়া কর্ণার, জিলানী লাইব্রেরী
  জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা গেইট, চট্টগ্রাম

এছাড়াও দেশের খ্যাতনামা লাইব্রেরী সমূহে খোঁজ করুন।

লেখক ও সম্পাদক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ সত্তর (৭০) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রজা খান ফাজেলে ব্রেলভী (রহঃ)
- মুজাদ্দেদে দ্বীন মিল্লাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)
- হাদীয়ে দ্বীন মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ)
- আল্লামা মুহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা (রহঃ)
- আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ডাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (রহঃ)' কে।

মুখবন্ধ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আস্‌সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাদের প্রতিপালক। অসংখ্য দরুদ ও সালাম সরকারে দোজাহান, নূরে মুজাচ্ছম হুজুর পূরণূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চরণ যুগলে, যাঁর গুণগাণ করাই মূলত নবী প্রেমিকদের কাম্য। নাত লেখক, নাত শিল্পী ও নাত প্রেমিকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে ইসলামী গজল সম্ভার বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এ জন্য যে, বিভিন্ন ভাবে নাতে রাসূলের সাথে সংশ্লিষ্টরা বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় হামদ-নাতগুলো, জাতীয় কবি নজরুলের উল্লেখযোগ্য গজল, জনপ্রিয় ইসলামী সঙ্গীতসমূহ, শানে আউলিয়া সমূহ এই বইয়ে খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে যারা নাতের প্রোগ্রাম করেন তাদের জন্য বইটি একটি অত্যাবশ্যকীয় সম্বল হিসেবে গণ্য হবে। পূর্বের বইসমূহের চেয়ে এটা একটু ভিন্ন এবং বর্ধিত কলেবরে ছাপানো হল বিধায় মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বইটি যে নাত প্রেমিকদের জন্য একটা ঈমানী সম্পদ এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার ইসলামী সঙ্গীত জগতের সবচেয়ে প্রিয় এবং একান্ত আপনজন নাত শিল্পীগণ বিশেষ করে শায়ের মুখতার আহম্মদ রজভী, সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান মুরাদ, মুহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ, ক্বারী তারেক আবেদীন, আবদুল আজিজ রজভী, আবদুল করিম, এনামুল হক এনাম, মইনুদ্দিন খাঁন মামুন, কামাল হোসেন সিদ্দিকীসহ আরো অনেকে নাতসমূহ সংগ্রহে আমাকে অকৃত্রিম সহযোগীতা দিয়ে ধন্য করেছেন, যাদের নিয়ে আমি অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সুন্নীয়ত ভিত্তিক ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছি।

আল্লাহ আমাদের এই শুভ প্রয়াসকে কবুল করুন, আমিন, বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরছালিন।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

হামদে ইলাহী

হামদ/নাত/গজল	পৃষ্ঠা
০১। প্রার্থনা	০৮
০২। আল্লাহ বলে কাঁদ বারেক	০৭
০৩। আল্লাহ আমার প্রভু	০৭
০৪। খোদারই দান	০৮
০৫। আল্লাহর নাম	০৯
০৬। খোদার দয়া	০৯
০৭। এই সুন্দর ফুল	১৩
০৮। খোদার প্রেমে	১৩
নাতে রাসুল (দঃ)	
০৯। নূরনবী এসেছে	১০
১০। মদিনার মুসাফির	১০
১১। প্রিয় মদিনা বহুদূর	১১
১২। এল মরুর পাখি	১২
১৩। নবীর দরূদ	১২
১৪। তৌহিদেরই মুর্শিদ	১৪
১৫। ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ	১৪
১৬। ও মদিনা! বলতে পারিস	১৫
১৭। তোরা দেখে যা	১৫
১৮। নূর নবীজি এল মক্কা নগরে	১৬
১৯। প্রিয় নবীর চেহারা	১৬
২০। মুহাম্মদ নাম জপেছিলি	১৭
২১। মোহাম্মদ নাম যতই জপি	১৭
২২। সাহারাতে ফুটলরে ফুল	১৭
২৩। পুবাল হাওয়া	১৮
২৪। ও মদিনা তোমায়	১৮
২৫। আমি বাঙ্গলী আশেক	১৮
২৬। নবী মোর পরশমনি	১৯
২৭। মরুর হাওয়া জানায় এসে	১৯
২৮। বিজ্ঞানীদের মহাগুরু	১৯
২৯। তোমরা যদি যাওগো মদিনা	২০
৩০। মন কান্দে	২০
৩১। ছড়ালো খুশবু	২১
৩২। নূরে মুজাস্‌সাম	২১
৩৩। জুলুছে যাব	২২
৩৪। কুকিল ডাকে	২২

হামদ/নাত/গজল	পৃষ্ঠা
৩৫। দরূদ শরীফ	২৩
৩৬। ঐ মদিনার কথা	২৩
৩৭। কার লাগিয়া কান্দ	২৪
৩৮। দিওয়ানা বানাইল	২৪
৩৯। মনের বাসনা	২৫
৪০। জশনে জুলুছ	২৫
৪১। ওগো নবী সরওয়ার	২৫
৪২। রবিউল আউয়াল	২৬
৪৩। মুর্শিদ গাউছ জামান	২৬
৪৪। আমার পরিচয়	২৭
৪৫। আমি মদিনার পাগল	২৮
৪৬। যিকির অবিরাম	২৮
৪৭। ওগো নবী কামলিওয়ালা	২৯
৪৮। আমার নবী এল দেখ	৩০
৪৯। মদীনা ক্যানে যাইতাম	৩১
৫০। আমি যদি আরব হতাম	৩১
৫১। আহমদের ঐ মিমের পর্দা	৩১
৫২। মদীনা আমার প্রিয় মদিনা	৩২
৫৩। এ কোন মধুর শরাব দিলে	৩২
৫৪। নবী মোদের জান	৩৩
৫৫। ওগো মদিনা মনোয়ারা	৩৩
৫৬। আমি মদিনা যাব	৩৪
৫৭। বলিব কারে মনের বেদনা	৩৪
৫৮। প্রিয় রাসূল (দঃ)	৩৫
৫৯। ওগো আল্লাহর নূর	৩৫
৬০। ইয়া নবীজি (দঃ)	৩৬
৬১। নূরে মোজাচ্ছম	৩৭
৬২। সৃষ্টি সেরা	৩৭
৬৩। নূরের নবী কামলিওয়ালা	৩৮
৬৪। মদীনার যাত্রী	৩৮
৬৫। মোস্তফা এল	৩৯
৬৬। খোদার উপহার	৩৯
৬৭। গাও নবীজির শান	৪০
৬৮। প্রার্থনা	৪১
৬৯। মদিনা লেগেছে কেমন	৪১
৭০। মদিনা আমার জান	৪২
৭১। কামলিওয়ালার দরবারে	৪২
৭২। সোনার মদিনা	৪৩

হামদ/নাত/গজল	পৃষ্ঠা
৭৩। প্রাণের নবী মারহাবা	৪৪
৭৪। নবীর আগমন	৪৪
৭৫। নবীকেই ভালবাসুন	৪৫
৭৬। নবী মোহাম্মদ রাসুল	৪৫
৭৭। সেরা নবী	৪৬
৭৮। কেমনে যাব মদিনায়	৪৭
৭৯। নবী নবী (দঃ)	৪৭
৮০। সোনার মদিনায়	৪৮
৮১। মাগো বলনা মদীনা কত	৪৮
৮২। বাগিচায় বুলবুরি তুই	৪৯
৮৩। ও মন রমযানের ঐ রোজা	৪৯
৮৪। নূর নবীজি হযরতের	৫০
৮৫। মক্কা মদিনার ফুল	৫০
৮৬। আমার সারাটা জীবন	৫১
৮৭। কতই কোলাহল আমিনার	৫১
৮৮। আমি যখন যাব মরে	৫২
৮৯। কি মায়া লাগাইলা	৫২
৯০। জাতি নূর	৫৩
৯১। নবীজি মোর	৫৩
৯২। হে পাখির দল	৫৪
৯৩। Sweet Madina	৫৫
৯৪। মদিনার যাত্রী	৫৫
৯৫। মানুষ রূপে শয়তান	৫৬
৯৬। মদিনার খুশবু	৫৭
৯৭। সোনার মদিনা	৫৭
৯৮। মদীনার পানে	৫৮
৯৯। চল মদিনা যাই	৫৯
১০০। শাফায়াত ওয়ালা	৫৯
১০১। নূরের নবী	৬০
১০২। মিলাদুন্নবী (দঃ)	৬০
১০২। রাসূল (দঃ)	৬১
১০৪। উপমা তোমার কেউ	৬১
১০৫। মুহাম্মদের নাম	৬২
১০৬। যেতে মদীনায়	৬৩
১০৭। নবীজির তাজেদার	৬৩
১০৮। চল মদিনা	৬৪
১০৯। দীদারে মোস্তফা	৬৫
১১০। জীবনে হবে কি তোমার	৬৫

হামদ/নাত/গজল	পৃষ্ঠা
১১১। ইচ্ছা জাগে যেতে মদীনা	৬৬
১১২। সুখের ফাগুনে	৬৬
১১৩। রূপের বর্ণনা	৬৭
১১৪। মাগো তুমি বলনা	৬৮
১১৫। নবীর দেখা পেলে	৬৮
১১৬। হৃদয়ে নবীর প্রেম	৬৯
১১৭। আল্লাহ তুমি	৭০
১১৮। আমার প্রাণেরও মুর্শিদ	৭০
১১৯। বাজিছে দামামা	৭১
১২০। মসজিদে ঐ শোন রে	৭১
১২১। শানে গাউসে পাক (রাঃ)	৭২
১২২। অলি দিগের রাজা-মহারাজ	৭২
১২৩। মা ফাতেমার কান্দন	৭৩
১২৪। শানে গরীবে নেওয়াজ	৭৩
১২৫। মা ফাতেমার কান্দন	৭৪
১২৬। মরুর বুকে	৭৫
১২৭। শানে খাজা বাবা	৭৬
১২৮। শানে মাইজভান্ডারী	৭৬
১২৯। ছিরিকোটের নূরী নিশান	৭৬
১৩০। হুজুর কিবলা	৭৭
১৩১। শেরে বাংলা	৭৮
১৩২। কছিদায়ে শেরেবাংলা	৭৮
১৩৩। শেরে বাংলা মোদের ইমাম	৭৯
১৩৪। তাহের শাহ	৮০
১৩৫। রমজানের গান	৮১
১৩৬। মা-বাপকে কষ্ট দিও না	৮১
১৩৭। দুনিয়ার মায়া	৮২
১৩৮। মা-বাবা তোর কত আপন	৮২
১৩৯। ত্যাগের প্রার্থনা	৮৩
১৪০। বিশ্ববাসী মুসলমান	৮৪
১৪১। মা আমায় যেতে দাও	৮৫
১৪২। চল, চল, সেনাদল	৮৫
১৪৩। মোদের অন্তরে ঈমান	৮৬
১৪৪। আমাদের ধমনিতে রক্ত	৮৭
১৪৫। শপথ	৮৮
১৪৬। নিরলস কাফেলা	৮৯
১৪৭। জীবন কাটাই নবীর পথে	৯০
১৪৮। লিয়াকত স্মরণে	৯০
১৪৯। শপথ	৯১
১৫০। ওগো মা তুমি	৯১
১৫১। সবাই ভুল পথে	৯২
১৫২। জঝবাহ	৯৩
১৫৩। অশনি সংকেত	৯৩
১৫৪। নক্বীব	৯৪
১৫৫। হামদ্	৯৫

আল্লাহকে যে পাইতে চাই

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

আল্লাহকে যে পাইতে চাই হযরতকে ভালবেসে-
আরশ কুরশী লওহ্ কালাম না চাহিতেই পেয়েছে সে ॥
রসুল নামের রশি ধ'রে যেতে হবে খোদার ঘরে
নদী-তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেশে ॥
তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী,
কী পাওয়া যায় দেখ্ না বারেক হযরতে মোর ভালবাসি
এই দুনিয়ার দিবা-রাতি, ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী,
তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায়, আহমদ চান যদি হেসে ॥

আল্লাহ্ বলে কাঁদ্ বারেক

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

আল্লাহ বলে কাঁদ্ বারেক রসুল ব'লে কাঁদ্।
সাফ্ হবে তোর মনের আকাশ উঠ্‌বে ঈদের চাঁদ ॥
ভোগে কেবল দুর্ভোগ সার, বাড়ে দুখের বোঝা,
ত্যাগ শিখ্ তুই সংযম শিখ্, সেই তো আসল রোজা,
এই রোজার শেষে ঈদ আস্‌বে, রইবে না বিষাদ ॥
আসবে খোদার দরগা থেকে শিরণী তোর তরে,
কামলীওয়ালা নবীর দেখা পাবিরে অন্তরে,
খোদার প্রেমের স্রোত বইবে ভেঙ্গে মনের বাঁধ ॥
তোর হৃদয়ের কারবালাতে বইবে ফোরাত নদী,
শহীদের দর্‌জা তোরে দেবেন আল্লা হাদী,
দুনিয়াদারী ক'রেই পাবি বেহেশ্‌তেরি স্বাদ ॥

আল্লাহ্ আমার প্রভু

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ যাঁহার তারিফ জগতময় ॥
আমার কিসের শঙ্কা, কোরআন আমার ডঙ্কা
ইস্‌লাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥
কলেমা আমার তাবিজ, তৌহিদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার ধর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।
আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি আমার জিহাদ বাণী,
আখের মোকাম ফেরদৌস্, খোদার আরশ যেথায় রয় ॥
আরব মেসের চনী হিন্দ্ মুসলিম-জাহান মোর ভাই,
কেহ নয় উচ্চ কেন নয় নীচ এখানে সমান সবাই।
এক দেহ এক প্রাণ, আমীর ফকীর এক সমান
এক তকবীরে উঠি জেগে, আমার হবেই হবে জয় ॥

yqadri.blogspot.com

প্রার্থনা

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

খোদা চালাও মোদের সেই সোজা পথ
যেই পথে দিয়েছ বহু নেয়ামত,
নিষ্কলুস কালজয়ী যে পথ, যে পথে রয়েছে তোমার রহমত (২)
নবী, রাসুল, গাউস, কুতুবের যে পথ
আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলীর পথ,
যে পথে পাবো মোরা জান্নাত, খোদা চালাও মোদের সেই সোজা পথ (ঐ)
রাসুল প্রেমিক বীর মুজাহিদ, রাজপথে যারা সদা নির্ভীক
তোমার তরে হলো যারা শহীদ, ওমর, হামজা, খালিদ বিন ওয়ালিদ (ঐ)

খোদারই দান

(সংগৃহীত)

জান কি জানতে পার, বুঝ কি বুঝতে পার
নীল আকাশে গভীর রাতে প্রদীপ জ্বালায় কে
রোজ সকালে পূর্ব দিকে সূর্য উঠায় কে (২)
এসব কিছু খোদারই দান (নবীর অবদান) (ঐ)
নারিকেলের কোষের ভিতর পানি দিল কে
ছোট্ট শিশুর মুখের হাসি ফুটিয়ে দিল কে?
এসব কিছু খোদারই দান (নবীর অবদান) (ঐ)
মধু কোন মিষ্টি এত, তেতুল কেন টক
কোকিল কেন কালো এত সাদা কেন বক
এসব কিছু খোদারই দান নবীর অবদান (ঐ)
সমুদ্রেরই তলদেশে মুক্তা দিল কে
খুঁটি বিহীন আসমানকে ঝুলিয়ে রাখল কে।
এসব কিছু খোদারই দান নবীর অবদান (ঐ)
আসমানে অগণিত তারা দিল কে
জোনাকিকে মিটিমিটি আলো দিল কে
এসব কিছু খোদারই দান নবীর অবদান (ঐ)

আল্লাহর নাম

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আল্লাহ আল্লাহ জপ বান্দা আল্লাহ আল্লাহ জপ
আল্লাহ আল্লাহ জপ করিলে, সতেজ হবে ক্বলব।
নবীজি বলে আল্লাহ, ফেরেস্তা বলেন আল্লাহ
আউলিয়া বলেন আল্লাহ, আসমান বলে আল্লাহ
জমিন বলে আল্লাহ
সকল সৃষ্টি মিলেমিশে করেন আল্লাহ রব।
মোদের প্রভু আল্লাহ, সৃজন কর্তা আল্লাহ
পালন কর্তা আল্লাহ, রিজিক দাতা আল্লাহ
হায়াত দাতা আল্লাহ, জান্নাত দাতা আল্লাহ
আরে হাশরের দিন মুছিবতে রক্ষা করবেন রব।

খোদার দয়া

✍ কবি ফররুখ আহমদ

তোমার দয়া আছে খোদা জানি সকল দিকে
তোমার দয়া দাও ছড়িয়ে মাগরিবে মাশরিকে ॥
স্রষ্টা তুমি সৃষ্টি করো, মহান কৃপা দৃষ্টি করো,
দাও সাজিয়ে আলোর ফুলে, আকাশ পৃথিবীকে ॥
মহিমা আর শক্তি তোমার, কেউ জানেনা কত
তোমার দয়ার প্রকাশ দেখি আমরা অবিরত ॥
প্রভু তুমি লালন করো, স্নেহের নীড়ে পালন করো,
ফুল পাখি আর কীট পতঙ্গ সকল প্রাণীকে ॥

নূরনবী এসেছে

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

নূরনবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে
সেই নূরেতে সারাজাহান আলোকিত হয়েছে
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (ঐ)
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ (ঐ)
সেই নূরেরই ঝলক গিয়ে চাঁদ সুরুজে পড়েছে
লক্ষ তারা সেই নূরেতে উদ্ভাসিত হয়েছে
শুকতারা হেসেছে, মিটিমিটি জ্বলেছে
নূর নবীজির আগমণে খুশির জোয়ার উঠেছে (ঐ)
মা আমেনার কোলে দেখ নূরের টুকরা পড়েছে
সে নূরেতে সিক্ত হতে হাওয়া মরিয়ম এসেছে
বিবি আছিয়া এসেছে হাজেরাও এসেছে
দরুদ সালাম পড়ে তারা নূরকে বরণ করেছে (ঐ)
নূর নবীজি তশরিফ এনে সিজদাতে পড়েছে
গুনাহগার উম্মতের জন্য নুরাণী হাত তুলেছে
সারাজীবন কেঁদেছে, আজো তিনি কাঁদছে
কোরান-হাদিস পড়ে দেখ, এই প্রমাণ রয়েছে (ঐ)।
আছ যারা নবী প্রেমিক, দরুদ ও সালাম পড়
বিলাসীতা ছেড়ে দিয়ে, নবীজির দামান ধর
ঈমান আমল ঠিক কর, নামাজ ও কোরান পড়
নূর নবীজি এই বারতা বেশী প্রচার করেছে (ঐ)

মদিনার মুসাফির

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আল্লার মেহমান হাজীগণ, সালাম স্বাগতম
মক্কা মদিনার মুসাফির বড়ই ভাগ্যবান (ঐ)
হজ্ব পালনে হবেন সবাই নেককার পূণ্যবান
আল্লাহ তায়ালা করেছেন বড়ই এহছান
হজ্বের জন্য প্রস্তুত সবাই ছেড়ে প্রিয়জন
পবিত্র ভূমির ধুলে, সিক্ত হবে দু' চরণ (ঐ)
পায়ের নীচে ফেলে যত টাকা পয়সা ধন
মা, বাবা ও ছেলে সন্তান সকল প্রিয়জন
সকল কিছুর চেয়ে দামী, মক্কা মদিনার শান
যেথায় করছেন আপনারা আজকে গমন (ঐ)

বুক ফেটে যায় দেখিলে হজ্বের আয়োজন
কাঁদে শুধু অধমের এই হতভাগা মন
ইহরামের কাপড় হাজী যখন করেন পরিধান
লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজী বলে সারাক্ষণ (ঐ)
আপনাদেরকে জানালাম আজ সাদর সম্ভাষণ
যেতে পারছিনা আমি আজ তাই ছোট মন
দোয়া করছি আপনাদের আমারই এই পণ
আমার সালাম দিবেন গো, নবীজির চরণ (ঐ)
সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে হাজী হবেন পূণ্যবান
মিনা-মুঝদালিফায় হাজী করে অবস্থান
পরে মারবেন পাথর হাজী, যেথায় প্রতীকি শয়তান
অবশেষে করবেন তারা, দুম্বা কোরবান (ঐ)

প্রিয় মদিনা বহুদূর

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রিয় মদিনা বহুদূর জানা সবারই জরুর
মদিনা নামটি কেন এতই সু-মধুর (২)
যেথায় নাকি শুয়ে আছেন, এমন এক আল্লার হাবীব
যার উছিলায় সৃষ্টি জগৎ সৃজিল খালিক-মালিক
অসাধারণ মানব তিনি, খোদার জাতি নূর (ঐ)।
যেথায় নাকি আছেন আরো সিদ্দিকে আকবর ওমর
যারা ছিলেন প্রিয় নবীর বিশ্বস্ত দুই সহচর (২)
যাদের ত্যাগের ঘটনায় ইতিহাস ভরপুর (ঐ)।
মদিনার অনতিদূরে আরদে খলিলে আল্লায়
বিরেশেফা কুপটি দিল প্রিয় নবিজীর দোয়ায়
সেই কূপেরই পানি পিয়ে, পিপাসা হয় দূর (ঐ)।
আরবেরই মরুভূমির সুস্বাধু এক ফল "খেজুর"
সেই ফলেরই গাছ লাগাতেন আমাদের আঁকা হুজুর
যে খেজুর খেয়ে ক্ষুধার্তের ক্ষুধা হত দূর (ঐ)
মদিনাতে আছে আরো ময়দানে খন্দক বদর
মাওলা আলীর স্মৃতিগাথা, দূর্গ যার নাম খায়রব
সেথায় যেতে সদা কাঁদে পাগল হৃদয় মোর (ঐ)

এল মরুর পাখি

✍ আবুল কাশেম নূরী

এ কোন মধুর বাণী নিয়ে, এল মরু পাখি
বিশ্বজাহান তারিই রূপে মেলল আবার আঁখি।
কণ্ঠে তাহার তাওহীদ বাণী, ডাকলে সবাই যারে শুনি
বল আল্লাহ ছাড়া, নাইরে মাবুদ
চল, তাকে প্রাণে ডাকি (ঐ)।
দেবদেবীর নাই ক্ষমতা, পূজা করা হয়রে বৃথা
আকাশ ভূবন যে সৃজিল চল তার নাম জপি।
নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত, গোলাম যত কর আজাদ
এতিম দুঃখির করলে সেবা, আমি হব সাক্ষী।
উচু নীচু নাই ভেদাভেদ, সব সমান কোন প্রভেদ
আদম হাওয়া হতে পয়দা, এই স্মরণ রাখি

নবীর দরুদ

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আল্লাহ তায়ালা নবীর উপর সদা দরুদ পড়ে
এসো সবাই জিকির করি, নবী নবী বলে (ঐ)
ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ (২)
সাগর নদী জিকির করে, জোয়ারেরই জলে
বৃক্ষরাজি জিকির করে, বাতাসেরই তালে (ঐ)
ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ (২)
পাখিরা সব একই সূরে গাছের ডালে ডালে
কলরবে মেতে উঠে নবী নবী বলে (ঐ)
ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ (২)
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়ে, ছলছল শব্দে চলে
নিজ গতিতে চলে চলে, নবী নবী বলে
ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ (২)
পূর্বাকাশে সূর্য উঠে রাঙ্গায় আকাশ লালে
তাকিয়ে দেখি সেও যেন, নবী নবী বলে (ঐ)
ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ (২)
পূর্ণিমাতে শশী উঠে আকাশের ভালে
উদ্ভাসিত করে জগৎ, নবী নবী বলে (ঐ)

এই সুন্দর ফুল

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
(খোদা) তোমার মেহেরবাণী ॥
এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি
(খোদা) তোমার মেহেরবাণী ॥ (ঐ)
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই-বেরাদার পুত্র-স্বজন,
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও মানি চাই না মানি ॥ (ঐ)
খোদা ! তোমার হুকুম তরক্ করি আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাসরে
পথ না ভুলি তাই তো দিলে
পাক- কোরানের বাণী।
(খোদা) তোমার মেহেরবাণী ॥ (ঐ)

খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে।
ছেড়ে, মস্‌জিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধ'রে ॥
দুনিয়াদারীর শেষে আমার নামাজ রোজার বদ্‌লাতে
চাইনা বেহেশ্‌ত খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত ক'রে ॥
কায়েস যেমন লায়লী লাগি লভিল মজনুঁ খেতাব,
যেমন ফর্‌হাদ্ শিরীর প্রেমে হ'ল দীওয়ানা বেতাব,
বে-খুদীতে মশগুল আমি তেম্‌নি মোর খোদার তরে ॥
পুড়ে মরার ভয় না রাখে, পতঙ্গ আগুনে ধায়;
সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা, চাতক বারি-বিন্দু চায়;
চকোর চাহে চাঁদের সুধা চাঁদ সে আস্‌মানে কোথায়;
সুরুয্ থাকে কোন্ সুদূরে, সূর্যমুখী তা'রেই চায়;
তেমনি আমি চাহি খোদায়, চাহি না হিসাব ক'রে ॥

তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ী কালাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥
ঐ নামেরই রশি ধ'রে যাই আল্লাহর পথে,
ঐ নামেরই ভেলায়- চ'ড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥
ঐ নামেরই দামান ধ'রে আছি, আমার কিসের ভয়
ঐ নামের গুণে পাবো আমি খোদার পরিচয়,
তার কদম মোবারক যে আমার বেহেশ্‌তী তাঞ্জাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় ॥
ধুলির ধরা বেহশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিলরে লাজ।
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে
ধুসর সাহারায় ॥
দেখ্ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদাতের
বাণী সে শোনায় ॥
আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুণাহের পেল মাফি
দুনিয়া হ'তে বে-ইনসাফী
জুলুম নিল বিদায় ॥
নিখিল দরুদ পড়ে ল'য়ে ও-নাম
সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সল্লাম,
জীন, পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায় ॥

ও মদিনা! বলতে পরিস্

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

ও মদিনা! বলতে পারিস্ কোন্ সে পথে তোর
খেল্‌ত ধুলা মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর ॥
হাসান-হোসেন খেল্‌ত কোথায় কোন্ সে খেজুর-বনে
পাথর-কুচি কাঁকর ল'য়ে দুম্বা শিশুর মনে;
সেই মুখকে চাঁদ ভেবে উড়িত চকোর।
কোন পাহাড়ের ঝর্ণা-তীরে মেষ চরাতেন নবী
(কোন) পথ দিয়ে রে যেতেন হেরায় আমার আল-আরবি।
(তুই) কাঁদিস্ কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজির গোর ॥
মা আয়েশা মোর নবীজির পা ধোয়াতেন যথা
দেখিয়ে দে সেই বেহেশ্‌ত আমায় রাখ্‌রে আমার কথা;
(তোর) কোথায় প্রথম আজান-ধ্বনি ভাঙলো ঘুমের ঘোর ॥

তোরা দেখে যা

✍ কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু-পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥
কুল মাখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতিঃ পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা প-ড়ে লুটে-কে এল ঐ
পড়ে দরুদ ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে ॥
মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,
"এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই" -কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ ধরিল যে-জন,
বাদশা-ফকিরে এক শামিল করিল যে জন-
এল ধরায় দরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে ॥

নূর নবীজি এল মক্কা নগরে

✍ সৈয়দ হাসান মুরাদ

আমার নূর নবীজি এল দেখ মক্কা নগরে
মা আমেনার কোলে বাবা আবদুল্লাহর ঘরে (ঐ)
মা আমেনা ডেকে বলে দুনিয়াবাসী
আমার কোলে দোলে দেখ পূর্ণিমা শশী
সারা জাহান উজ্জ্বল হল সে নবীর নূরে। (ঐ)
শেষ সওয়ারী নিয়ে এল, হালিমা সাদিয়া
দূর্বল ঘোড়া সবল হল নবীকে পাইয়া
অভাব দুঃখ দূর হল সব হালিমার ঘরে। (ঐ)
হাওয়া মরিয়ম হুর গিলমান জানাই সাধুবাদ
জিবরীল আমীন ফিরিস্তাকুল জানাই জিন্দাবাদ
আবদুর মোত্তালিব খুশিতে এসেছে দৌড়ে। (ঐ)
যে নবীজির আগমনে কাবা ঝুকেছে
সে নবীর জুলুছ করলে দোষের কি আছে
জীবন যৌবন সব মুরাদ তার চরণ পরে

প্রিয় নবীর চেহারা

✍ সৈয়দ হাসান মুরাদ

উভয় জগতে সমুজ্জল প্রিয় নবীর চেহারা
খোদারী জলওয়া দেখার আয়না নবীজির চেহারা।
আহলে সুফ্ফা গণে পেলে খেতেন আর না পেলে
ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাতেন দেখে নবীজির চেহারা। (ঐ)
হযরত আবু বকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
প্রেমেতে বিভোর হল দেখে নবীজীর চেহেরা। (ঐ)
আসমান মেরাজ রাতে ফিরিস্তা হুর একসাথে
বলে সুবহানাল্লাহ দেখে নবীজির চেহারা। (ঐ)
যখনি মা হালিমা নিতে এল নূর নবীকে
খুশিতে আত্মহারা দেখে নবীজির চেহারা। (ঐ)
চাঁদ-সুরুজ গ্রহ-তারা সপ্তর্ষি নিহারিকা
তাদের ও ইর্ষা লাগে দেখে নবীজির চেহারা। (ঐ)
খোদারী দরবারেতে মুরাদ একটি ফরিয়াদ
স্বয়নে স্বপনে দেখাও প্রিয় নবীজির চেহারা। (ঐ)

মুহাম্মদ নাম জপেছিলি

কাজী নজরুল ইসলাম

মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাব! নিরিবিলি
(বুঝি) নবীর কদম ছুঁয়েছিলি,
(তাই) তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোর আতরে জাগে।
মোর নবীর লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ, রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে ॥
ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম
চুমেছিলি মোর নবীর কদম,
আজও গুণ গুণিয়ে সেই খুশী কি জানাস্ রে গুল্‌বাগে।

মোহাম্মদ নাম যতই জপি

কাজী নজরুল ইসলাম

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে ॥
ঐ নামেরই মধু চাহি, মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি, ঐ নামের অনুরাগে ॥
ও নাম আমার প্রিয়তম, ও নাম জপি মজনু-সম,
(ঐ) নামে পাপিয়া গাহে, প্রাণের গোলাব-বাগে ॥
আমি ঐ নামে মুসাফির-রাহী, তাই চাই না তখ্‌ত্ শাহেন্‌শাহী,
নিত্য জপি য়্যা ইলাহী, যেন হৃদয় জাগে ॥

সাহারাতে ফুটলরে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

সাহারাতে ফুটল রে ফুল রঙিন গুলে-লালা।
সেই ফুলেরই খোশ্‌বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা ॥
সেই ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চাঁদ-সুরুয্ গ্রহ-তারায়,
ঝুঁকে প'ড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা ॥
সেই ফুলেরই রওশনীতে আরশ কুরশী রওশন্,
সেই ফুলের রং লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা।
সে ফুলেরই গুলিস্তানে আসে লাখো পাখী
সেই ফুলেরে ধরতে বুকে দোলে রে ডাল-পালা ॥
চাহে সে ফুল জিন্ ও ইনসান-হুর-পরী ফেরেশ্‌তারা
ফকীর দরবেশ বাদশা চাহে করতে গলার মালা ॥
চেনে রসিক ভোম্‌রা বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা,
কেউ বলে হযরত মোহাম্মদ কেউ বা কাম্‌লীওয়ালা ॥

পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও

কাজী নজরুল ইসলাম

পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া।
যাও রে বইয়া এই গরীবের সালামখানি লইয়া ॥
কাবার জিয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই,
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই।)
মিট্‌ল না সাধ, দিন গেল মোর দুনিয়ার বোঝা বইয়া ॥
তোমার পানির সাথে লইয়া যাওরে আমার চোখের পানি,
লইয়া যাও রে এই নিরাশের দীর্ঘ নিঃশ্বাস খানি
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে আমার হইয়া ॥
মা ফাতেমা হযরত আলীর মাজার যেথায় আছে,
আমার সালাম দিয়ে আইস (রে ভাই) তাদের পায়ের কাছে।
কা'বায় মোনাজাত করিও আমার কথা কইয়া ॥

ও মদিনা তোমায় ভুলতে পারিনা

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

ও মদিনা তোমায় ভুলতে পারিনা, কি করে ভুলব তোমায় বলনা বলনা
তোমার বুকে শুয়ে আছে যে জনা, তাঁরে সৃষ্টি না করিলে আমার রাব্বানা
কিছুই সৃষ্টি করত না।
তিনি আমার জানের জান, আমার প্রাণের প্রাণ
যাঁকে হারালে হারাব আমি দো জাহান
যাঁর নাম না নিলে (ও মদিনা) দোয়া কবুল হয় না।
আল্লাহ রাসুলকে প্রথম সৃষ্টি করে, বন্ধুকে বন্ধু দেখে মায়ার নজরে
বন্ধুর শানে দরুদ পড়েন (ও মদিনা) আল্লাহ একজনা।
তোমার বুকে দয়াল নবী আছেন বলে, মদীনা নামটি তাই আশেকের দিলে
তোমায় দেখার লাগি (ও মদিনা) মোদের কত বাসনা।

আমি বাঙ্গালী আশেক

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

আমি বাঙ্গালী আশেক-কান্দি বসে বাংলার জমিনে
সোনার মদিনা প্রানের মদিনা যাব কেমনে (ঐ)
মন আমারি শুধুই মদিনা-বাংলাদেশে আমার দেহ
আমার মনের সেই যন্ত্রনা বুঝে নাতো বুঝি কেহ
আমার সয়ন সপনে-জীবন মরনে-মদীনা মনে (ঐ)
মদীনার কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় আমার দিন রজনী
আমার বুকের শুন্য জমিনে মদীনা ছাড়া কিছুই আঁকিনি
মদীনা মনোয়ারা আছে নকসা করা বুকের জমিনে
একবার কি পারবো না যেতে, আমার মাশুকের দেশে
সেই চিন্তাতে দিনেও রাতে কান্দি আমি বসে বসে
সেলিম রিয়াদ কেন্দে বলে যাব কেমনে।

নবী মোর পরশমনি

✍আবদুল হালিম

নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন, সেইতো দোজাহানের ধ্বনি।
নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকল পয়দা
আদমের কুলবেতে, তারই নুরের রওশানী (ঐ)
ঐ নামে সুর ধরিয়া, পাখি যায় গান করিয়া
যে নামে আকুল হয়ে, ফুলফুটে সোনার বরণি,
চাঁদ সুরুজ গ্রহতারা তারই নুরের ইশারা
নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরনী
ঐ নামে মধু মাখা, যে নামে যাদু রাখা
ঐ নামে মজনু হল, মাওলা আমার কাদের গনি (ঐ)

মরুর হাওয়া জানায় এসে

✍ কবি ফররুখ আহমদ

মরুর হাওয়া জানায় এসে, ঈদে মিলাদুন্নবী
কুল মখ্‌লুক বলে হেসে, ঈদে মিলাদুন্নবী
গুলশানে ফুল ওঠে ফুটে খোশ্‌বু নিয়ে জান্নাতের
বুলবুলি গায় কানন ঘেঁষে ঈদে মিলাদুন্নবী
বন্দী যারা জিন্দানে ভাই জাগলো ভোরের গান গেয়ে
বার্তা গেলো সুদুর দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী
নওশে রোঁয়ার ভাঙলো মহল নিভলো আগুন জ্বলন্ত
দেখলো রবি রাত্রি শেষে ঈদে মিলাদুন্নবী
আজ কাফেলার কণ্ঠে নতুন সুর ওঠে যে তৌহিদী
প্রতীক্ষিত এল যে সে ঈদে মিলাদুন্নবী

বিজ্ঞানীদের মহাগুরু (সংকলিত)

বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গো নবীজি
হেরেকম ওগ্যা দয়াল নবী টোকাই হাইবানি (ঐ)
আবু বকর সিদ্দিকেরে হাফে কামড়াইছে
আঙ্গ নবীর মুখের থুতুয় ভালা হই গেছে
হেই ভালাকি যেতে কেউ কত্যো হারেনি (ঐ)
বিজ্ঞানিরা রকেট চড়ে চাঁদের দেশে যায়
আঙ্গ নবী রকেট ছাড়া মেরাজ শরিফ যায়
হেই যুগে কি রকেট মকেট হেগিন ছিলনি
আগের দিনে মানুষুত্যে অসুখ কম হইত
আঙ্গ নবীর কাছে আইলে ভালা হই যাইত
হেই যুগে কি ডাক্তার বৈদ্য হেগিন ছিলনি।

তোমরা যদি যাওগো মদিনায় (সংকলিত)

সালাত ও সালাম গো আমার, কইয় নবীর রওজায়
তোমরা যদি যাওগো মদিনায় (ঐ)
মদিনা শরিফের মাটি, চোখে মুখে বুকে মাখিও
এমন পবিত্র মাটি, আমার নবীর রওজায় (ঐ)
মদিনা শরিফের মাঝে, রিয়াজুল জান্নাহ আছে ও ॥
সেই স্থানে পড়লে নামাজ, পাপীর গোনাহ থাকে না (ঐ)
মদিনা শরিফের মাঝে, স্বর্ণের একটি মিম্বর আছে ও
সেই মিম্বরে খোৎবা দিতে আমার, নবী মোস্তফায় (ঐ)
উরে যাওরে ময়না পাখি, কইও আমার সালাম খানি ও
উদাসীরে কইরা পাগল ঘুমাইরে মদিনায় (ঐ)
মদিনে শরীফকি মেটি,.রুখপে মালো ধীরে ধীরে
এ্যায়ছি মিট্টি কাহি নেহিহে, আউর কাহিনা পায়ি (ঐ)

মন কান্দে

✍ জামাল উদ্দিন রব্বানী.

মন কান্দে, প্রাণ কান্দে, কান্দে দুনেয়ন
কেমনে যাব মদিনায় নাই যে আমার ধন
কোরান হাদীসেতে দেখি তোমার কত শান
যত শুনি তত আমার মন করে আনচান
উতলা এ মন আর সহেনা, দেখতে সোনার চান
তাইতো যাব মদিনায় এইতো আমার পণ (ঐ)
যদি আমি পাখি হতাম, যেতাম মদিনায়
কারো মানা না মানিতাম, যেতাম যে সেথায় (ঐ)
মধু পেলে ভ্রমর কি আর বসে কিছুক্ষণ
কর কবুল আল্লাহ আমার, এই আরাধন (ঐ)
বাগে জান্নাত হলো আমার প্রাণের মদিনা
যে বাগানের মালিক স্বয়ং শাহে মদিনা (ঐ)
সে বাগান ছাড়া আর কিছু মোর নাই প্রয়োজন
যাহা ছাড়া বিফল হবে আমারই জীবন (ঐ)

ছড়ালো খুশবু সারা দুনিয়া

✍ দিদার দস্তগীর

ছড়ালো খুশবু সারা দুনিয়ায়
ফুটলো গোলাপ বাগে মদীনায়।
নূরে মুহাম্মদ খোদারই রহমত,
ঐতো আছেন বা'গে মদীনায়
রহমতের সাগর নবী মোর,
ইনিতো আল্লাহ্ পাকের নূর।
আরশ-কুরসী, লৌহ-কলম, (২)
পয়দা যাঁহার নূরী সাদক্বায়। ঐ
মৌমাছিরা প্রিয় নবীর,
পড়ে দুরূদ করে জিকির।
যাহার খুশবে বিভোর হয়ে, (২)
ভ্রমর বেড়ায় গুলবাগীচায়। ঐ
ঐনামে ঢল বহে অবিরল,
মন ময়ুরী গায় প্রেমেরি গজল।
নূরে মুজাস্সাম্ শাহে দু'আলম, (২)
কাঁদেন উম্মতেরি মায়ায়। ঐ

নূরে মুজাস্সাম

✍ সংকলিত

শাহেন্ শাহে আলম আলম মাদীনারি সুলতান
আমিনার দুলারা হালীমার জানের জান
এসেছিলেন দুনিয়াতে পাপী উদ্ধারিতে,
গুমরাহ্ ও গাফিলের ঘুম ভাঙাইতে। (২)
ইসলাম প্রচার করিলেন হাতে নিয়ে পাক কুরআন,
আমিনার দুলারা হালীমার জানের জান ॥ ঐ
বরোজে ক্বিয়ামতে যতইনা গুনেহ্গার,
ক্রন্দন রবে চারিদিকে উঠিবে হাহাকার ॥ (২)
সেথায় হবেন মোর নবীজী বড়ই মেহেরবান।
আমিনার দুলারা হালীমার জানের জান ॥ ঐ
আয় শাহে দু'আলম নূরে মুজাস্সাম
পিয়ে দাও আপন হাতে একবার জম্জম (২)
তোমারই সাহারা নিয়ে হবে মুশ্কিল আসান।
আমিনার দুলারা হালীমার জানের জান ॥ ঐ
তেষট্টি বছর নবী কাঁদেন উম্মতের মায়ায়
এখনো কাঁদেন যিনি সোনারই মদীনায়
দোযখে করিবেন যিনি পাপী উম্মতের সন্ধান।
আমিনার দুলারা হালীমার জানের জান ॥

জুলুছে যাব

এনামুল হক এনাম

আমরা সবাই জুলুছে যাব, লাখো দরুদ সালাম দেব
দয়াল নবীজির আগমনে, খুশির গান গেয়ে যাব
আসমান জমিন গ্রহ তারা খুশিতে আজ সীমাহারা
তাদের সাথে আমরা সবাই, খুশিতে আজ মিশে যাব (ঐ)
হুরপরি আর ফেরেস্তারা, মারহাবা মারহাবা বলে তারা
নূরের চাঁদ উদয় হল, যে আলোকে মোরা পাব (ঐ)
বারই রবিউল আউয়ালে, আমেনা বিবি মায়ের কোলে
মা হালিমা দেখে বলে, নূর নবিজীর লালন নেব (ঐ)
আবু জাহেল সওয়াল করে, হাতের মুঠোয় বল কিরে
মরা পাথর বলে উঠে ছাল্লে আলা গেয়ে যাব (ঐ)
আদম থেকে ইছা নবী, সবার সেরা মোদের নবী
সেই নবিজীর কদম তলে, মোদের জীবন দিয়ে দেব (ঐ)

কুকিল ডাকে

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

কুকিল ডাকে কুহু কুহু ঐ মদিনার নামে
কুকিল ডাকে কুহু কুহু ঐ মদিনার নামে
ঐ মদিনার সুর শোনা যায় ভ্রমরের গুঞ্জনে
আমি নিজেও পুড়ে মরি ঐ মদীনার প্রেমে (ঐ)
ঐ মদীনার নাম জপিলে মনে লাগে সুখ
সুখে সুখে ভরে যায়, আমার শূণ্য বুক
ঐ মদিনার জিকির চলে, আমার দমে দমে (ঐ)
ফুল ফুটে হেসে বলে ঐ মদিনার নাম
পাখির মুখে মদিনার জিকির অবিরাম
চন্দ্র সুর্য ঐ মদিনায় যেতে চায় নেমে (ঐ)
শুয়ে আছেন আল্লাহর হাবীব ঐ মদিনার বুকে
তাইতো মদিনারী নাম সবারি মুখে
যাঁহার দিকে ঝুকে পড়ে তামাম জাহান (ঐ)

দুরূদ শরীফ

এ দিদার দস্তগীর

সাল্লে আ'লা রাসূলিনা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন।
সাল্লে আলা হাবীবিনা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন।
তুমি সৃষ্টির শিরমনি,
তুমি দু'জাহানের ধ্বনি,
তুমি প্রেমের পরশমনি,
ইয়া সৈয়্যদি ইয়া সানাদী ॥ ঐ
গুলবাগিছায় ফুল শাখাতে,
বুলবুলি গায় গজল প্রাতে,
মরু সাইমুম যায় বহে যায়,
ঐ নামে হয় অনুরাগী ॥ ঐ
মৌমাছি মৌ খোঁজে বেড়ায়,
ফুলের কানে গজল শুনায়,
কুসুমকলি খুশবু বিকায়,
অনুরাগে নিরবদি ॥ ঐ
জপলে তাঁহার তাস্‌বীহ্‌ মালা,

ঐ মদিনার কথা

এ মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম আমার
মায়ের মুখে শুনেছিলাম ঐ মদিনার কথা
সেই থেকে এই বুকে মদিনা গাথা ॥
মাগো আমায় বলত বুকে জড়িয়ে
আমার ছেলে নাত গাইবে বড় হয়ে
তাতে আমার হবে সার্থকতা ॥
মাগো আমায় শিখাই নাই সিনেমার গান
শিখাইয়েছে আল্লাহ রাসূলের শান
শিখাইয়েছে আমাকে মানবতা ॥
সুন্নিয়তের শায়েরদের করে অনুসরন
আজকে আমার মায়ের স্বপ্ন হয়েছে পূরণ
আমার জন্য দোয়া করে সুন্নি জনতা ॥

কার লাগিয়া কান্দ

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

কার লাগিয়া কান্দ রে মন কার লাগিয়া বান্দ
কেউতো তোমার আপন হবেনা
যে জন হবে আপনা সেইতো মদিনা
মদীনা মদীনা মদীনা (২)
এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই
দয়ার নবী প্রানের নবী আপন সদায়
এ মন আপনা তিনি যার নাই উপমা (ঐ)
কবর হাশর পুল সিরাতে কোন আপন পাবেনা
যে জন পাবে সে জন হবে শাহে মদীনা
উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারেনা (ঐ)
নিজের জন্য দয়াল নবী একটু কাঁদে নাই
সারা জীবন কেঁদে ছিলেন উম্মতের মায়ায়
এখনো কাদেন তিনি সোনার মদিনায়।

দিওয়ানা বানাইল

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

দিওয়ানা বানাইল আমায় পাগল বানাইল
পাগল বানাইল, আমায় দিওয়ানা বানাইল
আশেক বানাইল আমার মনটা মজাইল
সোনার মদিনা আমার মন কাড়িল ॥ (ঐ)
এমন কাড়া কাড়িল মন নেই রে আর বাকি
ইচ্ছে করে নয়ন ভরে মদিনা দেখি
দিনে দিনে মদিনার প্রেম (এই মনেতে) বাড়তে লাগিল (ঐ)
মদিনার নাম যতই জপি ততই লাগে মধু
ঐ মধু মাখা নামটি আমায় করেছে যাদু
মদীনার নামটি যেন জিকির হইল (ঐ)
সেই নবীজির নুরী দেহের লেগে পরশ
খুশি হয়ে ধন্য হল খোদায়ী আরশ
আরশের সেই মেহমান আজি মদিনায় রইল
তাইতো মদীনা আমার মন কাড়িল (ঐ)

মনের বাসনা

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

পাখি আয় আয় আয় আয়
শুনে যা মোর মনের বাসনা
বলবি গিয়ে নুর নবীকে (ও মদিনার পাখি)
আমার মনের যত যন্ত্রনা (ঐ)
শুনে যা মোর জ্বালা ও আকাশের পাখি
রাসূলকে মোর বলবি গিয়ে মনেরি আবেগ
কে করিবে আবেকপূর্ণ (ও আকাশের মেঘ) রাসুল বিনা (ঐ)
নাও যেনে নাও আমার দুঃখ ও সাগরের পানি
বলবি গিয়ে রাসূলকে মোর মনের পেরেশানী
মনের দুঃখ মনে রইল (ও সাগরের পানি) কেউতো শুনেনা (ঐ)
শুনে যা মোর মনের আর্জি ও পুবালো হাওয়া
একে একে বলবি আমার মনের যত চাওয়া
মনের আর্জি মনে রইল (ও পুবালো হাওয়া) পূরণ হলনা (ঐ)

জশনে জুলুছ

মুহাম্মদ আবদুল করিম

জশনে জুলুছের কাফেলায় এসো প্রেমিক গন
এই জুলুসে প্রিয় নবীজির পাবে তোমরা দরশন
এই জুলুসে হুজুর কেবলার পাবে তোমরা দরশন
সকালে সন্ধায় নবীজির রওজায় ফেরেস্তারা জুলুছ করে যায়
ফেরেস্তারা জুলুছ করে নবীজিকে মে'রাজ নিয়ে যায় (ঐ)
আসমানে নবীদের জুলুস করে নূর নবীজির আগমনে
মদীনা বাসীর খুশির জুলুস প্রিয় নবীজির হিজরত কালে
হাজী গণের জুলুছ চলে আরাফাতের ময়দানে
মিনা মোজদালেফায় জুলুছ চলে হাজী গণের মিলনে
কুল বি ফাদনিল্লাহ ওয়াবিরাহমতিহী দলিল আছে কোরানে (ঐ)
আওলাদে রাসূল তৈয়ব শাহের ছদারতে চাঁটগায়
নবী প্রেমীক সুন্নি ভাইরা লুটে নবীর চরণে (ঐ)

ওগো নবী সরওয়ার

সংকলিত

ওগো নবী সরওয়ার তুমি হাবিব আল্লাহ
ত্রি ভূবনের মালিক তুমি অসীম তোমার গুনগান
যত নবী দুনিয়ার তুমি সবার সরদার
সৃষ্টির মাঝে তোমার মত নাই কোন আর উদার (ঐ)
সৃষ্টি করে নুরকে তোমার অতি তাজিমে
সবার আগে রাখেন খোদা আরশ আজিমে (ঐ)
উম্মত উম্মত বলে কাঁদে প্রিয় নবী রওজায়
ওগো নবী একবারে দেখা দাওনারে আমায়
তোমার নূরের আলোতে আজ নূরানী হল ভূবন
তোমার জন্য পাগল হল সমস্ত জাহান।

রবিউল আউয়াল

শামশু ভান্ডারী

১২ই রবিউল আওয়াল ঘুরে এসেছে
সকল ঈদের সেরা ঈদ ঘুরে এসেছে
চলরে চল সবে চল নবীর জুলুছে ॥
মানব দানব হুর গেলমান ত্রিভূবনেতে
নূর নবীজীর চরণ ধুলার ছিল আশাতে
রবিউল আওয়ালে আল্লাহ আশা পুরাইছে। (ঐ)
প্রিয় নবীর আগমন এমন খুশির দিন
রহমতের বাতাসে ভরছে আসমান আর জমিন
পাপী বান্দার মুখে আল্লাহ হাসী ফুটাইছে।(ঐ)
নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর দেব শ্লোগান
নারায়ে রেসালত বলে গাইব নবীর মান
যে নবীর কারনে আল্লাহ সকল করেছে। ঐ
পেলেন আল্লাহর হাবিব বান্দা সাধের উপহার
সামশু বলে চিন্তা কিসের উম্মত যে তাহার
রাহমাতুল্লিল আলামিন কোরআনে আছে। (ঐ)

মুর্শিদ গাউছ জামান

আল্লামা সলিম উদ্দীন হায়দার

আওলাদে রাসুল মুর্শিদ গাউছে জমান
ছৈয়দ, তৈয়্যব, তাহের, ছাবের, হুজুর কেবলা
মারহাবা মারহাবা মারহাবা (ঐ)
মুসলিম জাহানে তাহারা বড়ই নেয়ামত
পাপীদের উদ্ধার করিবেন রোজে কেয়ামত

শাফায়াতের তরে তারা বড়ই ছাহারা । (ঐ)
হোসনে জামালে তাহারা রাসুল প্রতিচ্ছবি
চেহেরা তাদের দেখা মানে দেখা শেখলে নবী
এই জগতে মিলছে তাদের কতই বাহাবা । (ঐ)
আওলাদে রাসুল মুর্শিদ নূহে ছফিনা
সেথায় আরোহণ করা হাদীসের ঘোষনা
দোজাহানে মুক্তি পাবে যতই চড়িবা । (ঐ)
মানতাখাল্লাফা আনহা হালাকা সাবধান হয়ে যাও
যদি চাও বাঁচতে তাদের আপন করে নাও
সলিম বলে তাদের সম নেই কোন মরতবা । (ঐ)

আমার পরিচয়

আল্লামা সলিম উদ্দীন হায়দার
দোজাহানে কি যে হবে আমার পরিচয়
প্রিয় নবীর গোলাম ছাড়া অন্য কিছুই নয় ॥
নবীর গোলাম পরিচয় দেন যখন ছফিনা
বনের সিংহ পথ দেখালে নেই কোন ভাবনা।
ইহপর জগত যাহার জন্য বিজয় হয়। (ঐ)
শাহেন শাহার চেয়ে শ্রেষ্ট নবীর গোলামি
ফেরেস্তাদের চেয়ে উত্তম,হয় সে আদমি
যার সম্মানে সব ফেরেস্তা সিজদায় রত হয়।(ঐ)
ভাগ্য যদি প্রচ্ছন্ন হয়, নবীর গোলামি
নূর নবীজির গোলাম হওয়া রাজার চেয়ে দামি
সলিম বরে এই দুনিয়ার সম্পদ কিছুই নয়। (ঐ)

আমি মদিনার পাগল

শামশু ভান্ডারী

আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার পাগল
মদিনারই ধুল বালি মোর নয়নের কাজল ॥
আমার যিকির নবী নবী দো চোখে মদিনার ছবি
নবীর প্রেমে দিতে রাজি জীবনের সকল। (ঐ)
শুনিলে মদিনার কথা, ভুলতে পারি সকল ব্যথা
বুকের ভিতর ভেসে উঠে মনানন্দের ঢল। (ঐ)
আমার সকল রোগের ঔষধ দয়াল নবীর সালাম দরুদ
ভক্তি চিত্তে পড়ি যখন হই সুস্থ সবল । (ঐ)
নবীর আওলাদ যখন দেখি মনে বড় আশা রাখি
চরণ দু'টি ধৌত করি দিয়ে চোখের জল । (ঐ)
পাগল শামশু দিনে রাতে থাকি নবীর প্রেম ভাবেতে
নবীর প্রেমই রাখলাম বুকে মরণের সম্বল। (ঐ)

যিকির অবিরাম

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

এই দুনিয়ার ফুলে ফলে লিখা যার নাম
পশু পাখির মুখে যিকির অবিরাম ॥
আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদের নিয়ে
দরুদ পড়েন যার আরশ আ-যিমে
বিশ্ব জগৎ যার গাই গুনগান । (ঐ)
সমুদ্রের ঐ ঢেউয়ে তালে
প্রিয় নবীর যিকির চলে
বিপদ মুছে যায় নিলে যার নাম। (ঐ)

হুছনো জামালেতে সেরা
আল্লাহ তায়ালার হাতে গড়া
ওয়াছ ওয়াতুন হাসনা কোরআনে বয়ান। (ঐ)
এই নবীর গোলাম যিনি বনে
ভয় নেই তাহার দুজাহানে
হযরতে সফিনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। (ঐ)

ওগো নবী কামলি ওয়ালা
মুহাম্মদ হাসান মুরাদ

ওগো নবী কামলি ওয়ালা এসো আমার বুকে
মদিনা ওয়ালা গো তোমায় রাখব চোখে চোখে
চোখে চোখে মুখে মূখে
এ জীবনে সুখে দুঃখে
তোমায় আমি চাই
মরণকালে যেন তোমার দেখা পাই (নবী) (২বার)
আস্‌সালাতু আলাইকা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ/ইয়া হাবীবাল্লাহ
কবরে আর হাশরে, গুনাহ্‌গারদের কাতারে
ঘুরবো যখন আমি একা
মিজানের পাল্লার ধারে, পুলসীরাতের উপরে
পায় যেন গো' তোমার দেখা
গরম ঘামের সাগরে সবাই যখন সাঁতারে
কামলিওয়ালার চাঁদরে, একটু দিও ঠাঁই ঐ
সাকারাতের বিছানায়, ছটফট করবো পিপাসায়
থাকবে না কেউ যখন পাশে
বন্ধু বান্ধব বাপে মায়, করবে শুধু হায়রে হায়

আমার নবীর এল দেখ

মুহাম্মদ হাসান মুরাদ

আমার নবী এল দেখ, আমার হাবীব এল দেখ
আমার আকা এল দেখ আমার মাওলা এল দেখ।
বারই রবিউল আওয়াল এলেন নবী দুনিয়ায়
সেজদায় পড়িয়া নবী কাদেন উম্মতের মায়ায়।
সৃষ্টি জাগতের উর্ধ্বে যিনি, নবীকুল শিরমনি
শেষ জামানায় এলেন যিনি মা আমেনার হুজরায়।
বেহেশতি পোশাক পড়া দু'নয়নে সুরমা পড়া
এলেন নবী খত্না করা পাপী উম্মতের মায়ায়।
খানায়ে কাবার মূর্তি যত, সালাম জানায় অবনত
প্রিয় নবীজীর দিকে খানায়ে কাবা ছের ঝুকায়।

মদীনা ক্যানে যাইতাম

এ মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

আঁর টিয়া নাই পয়সা নাই ক্যানে যাইতাম
সোনার মদিনা ক্যানে চাইতাম।
মনে হদ্দে যাইবাল্লাই-কিন্তু টিয়া পয়সা নাই
মনে হর পাখির মত উড়াল ম্যারিতাম (ঐ)
পাখি যদি অইতাম যাইতাম উড়ি উড়ি
মদীনাত আয় থাকি যাইতাম ঘুরি ঘুরি
মদীনা চাই চাই আশা ফুরাইতাম (ঐ)
আঁই যদি অইতাম আকাশর তারা
চাই থাইকতাম মদীনা মনোয়ারা
চোখ ফাগাই চাই থাইকতাম
চোখ ন ফিরাইতাম (ঐ)
সোনার মদিনা আঁয় হত্তে যাইয়্যম
হত্তে যাই নবীর রওজাত সালাম দিয়ম
নবীর রওজাত সালাম দিলে মনত শান্তি ফাইতাম (ঐ)

আমি যদি আরব হতাম

এ কাজী নজরুল ইসলাম

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চ'লে যেতেন নুর-নবী হযরত ॥
পয়জা তাঁর লাগত এসে আমার কঠিন-বুকে,
আমি ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অমনি পরম সুখে।
সেই চিহ্ন বুকে পুরে, পালিয়ে যেতাম-কুহুই-তুরে,
সেথা দিবানিশি করতাম তাঁর কদম্ জিয়ারত ॥
মা ফাতেমা খেলত এসে আমার ধুলি ল'য়ে,
আমি পড়তাম তাঁর পায় লুটিয়ে ফুলের রেণু হ'য়ে।
হাসান হোসেন হেসে হেসে, নাচত আমার বক্ষে এসে,
চক্ষে আমার বইত নদী পেয়ে সে নেয়ামত ॥

আহমদের ঐ মিমের পর্দা

এ কাজী নজরুল ইসলাম

আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা, উঠিয়ে দেখ মন
আহাদ্ সেতায় বিরাজ করেন, হেরে গুণীজন ॥
যে চিন্‌তে পারে রয়না ঘরে, হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যাজি ভজে শুধু, নবীজীর চরণ।
ঐ রূপ দেখে রে পাগল হল, মনসুর হল্লাজ্,
সে "আনাল হক্ঃ "আনাল হক্ঃ বলে ত্যজিল জীবন ॥
তুই খোদাকে যদি চিনতে পারিস্ চিন্‌বি খোদাকে
তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে সেই নুরী রওশন্ ॥

মদীনা আমার প্রিয় মদীনা

মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন খান (মামুন)

মদীনা আমার প্রিয় মদীনা মদীনা আমার প্রানের মদীনা
সেই মদীনায় শুয়ে আছেন নবী মুস্তফা ॥
প্রেমিক যদি হওগো তবে নবীর প্রেমিক হও
নয়লে তোমার সুন্দর জীবন হবে যে বিফল
যেই মদীনায় গেলে পাবে আসল ঠিকানা (ঐ)
মৃত্যুর পরে থাকবেনা কেউ তোমারি আপন
মাটি দিয়ে চলে যাবে আত্মীয় স্বজন
বন্ধু হয়ে পাশে থাকবে শাহে মদীনা (ঐ)
এই পৃথিবী সুন্দর হল নবীর আদর্শে
অন্যায় যত ধ্বংস হল নবীর পরশে
সেই নবীজির রওজা দেখবে গেলে মদীনায় (ঐ)
অধম মামুন কাঁদে বসে বাংলার জমিনে
কেমনে দেখব রওজা নবীর আপন নয়নে
সেই নবীর দিদার পাওয়া মনের কল্পনা (ঐ)

এ কোন্ মধুর শরাব্ দিলে

কাজী নজরুল ইসলাম

এ কোন্ মধুর শরাব্ দিলে আল্-আরবী সাকী।
নেশায় হ'লাম দিওয়ানা যে রঙ্গিন হ'ল আঁখি ॥
তৌহিদের শিরাজী নিয়ে ডাক্‌লে সবায় "যারে পিয়েঃ
নিখিল জগৎ ছুটে এল,
রইল না কেউ বাকী ॥
বসল তোমার মাহ্‌ফিল দুর মক্কা-মদীনাতে
আল্-কোরআনের গাইলে গজল্ শবে-কদর রাতে।
নর-নারী বাদ্‌শা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি ॥
তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটল দিকে দিকে
তোমার বিজয়-বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে
লা-শরীকের জল্‌সাতে তাই
শরীক হ'ল এসে-সবাই,
তোমার আজান-গান শুনাল
হাজার বেলাল ডাকি ॥

নবী মোদের জান

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

নবী মোদের জান, নবী মোদের প্রাণ
নবীর পথে পাব মোরা, খোদারী সন্ধান (ঐ)
নবীর চরিত্র "খুলকে আজিম" সাক্ষী আল কোরআন
সেই নবীজির ধরলে দামান, সফল দো'জাহান (ঐ)
আল কোরআনের সব হরফে নুর ন[illegible] ন
দেখব মোরা থাকে যদি অন্তরে ঈমান (ঐ)
আসলেন নবী করতে প্রচার খোদার বিধান
যেই বিধানে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান (ঐ)
সেনাপতি ছিলেন নবী, বদরের ময়দান (ঐ)
দাঁত মোবারক শহীদ করলেন উহুদের ময়দান।
খন্দকের ময়দানে নবী, মাটি কেটেছেন
মাটির বোঝা মাথায় নিয়ে করেছেন বহন (ঐ)
আল্লাহ তায়ালার এই ভূবনে, শ্রেষ্ঠ আপনজন
মোদের নিকট নেই কেহ আর নবীর সমমান (ঐ)

ওগো মদিনা মনোয়ারা

(সংকলিত)

ওগো মদিনা মনোয়ারা হে
কে বলে তুমি মরুভুমি
কে বলে তুমি সর্বহারা (ঐ)
আগুন ঢালা আকাশ হবে
রোজ হাশরের ময়দানে
নফসি নফসি করবে সবাই
খুঁজবে ছায়া কোন খানে
সে দিন তো ছায়া হবে, তোমার মরু ছাহারা (ঐ)
তোমার বুকে আসিল ও কে
যার নামেতে কাবা ঝুকে
একটি নাম এল ছুটে

আল্লাহ আল্লাহ সবার মুখে (২)
রোজ হাশরের দুঃখ থেকে তুমি মোদের ছাহারা (ঐ)
মরুভূমি নয়গো তুমি (২)
তুমি যে ফুল বাগিচা (২)
তোমার ফুলের খুশবো নইলে (২)
ফুল দুনিয়ার সব মিছা (২)
তোমার ফুলের খুশবো পেয়ে, ত্রিভূবন মাতোয়ারা (ঐ)

আমি মদিনা যাব

(সংকলিত)

আমি জীবনে একবার মদিনা যাব (২)
আমি নবীজীর কদমে, সালাম জানাব
যাব কেমনে খোদা রাস্তা দেখাওনা (২)
নবীজীর দীদার মোরে নসিব করনা (২)
জান্নাতেরই টুকরায় আমি, নামাজ আদায় করিব (ঐ)
সবুজ গম্বুজের নীচে আছেন নবীজী (২)
আরো আছেন ওমর, আবু-বকর সিদ্দিক (২)
সালাত, সালাম জানিয়ে আমি, সোনালী জালি চুমু খাব (ঐ)
আরাফাতের ময়দানে গেলে, জীবনের গুনাহ মাফ হয় (২)
খোদার রহমত সেথায় রাতদিন বর্ষণ হয়॥
প্রিয় নবীর উম্মত আমি, মদিনা ছুটে যাব (২)
মদিনার যাত্রী মোর আরজি শুননা (২)
নবীজীর কদমে মোর সালাম পৌঁছাও না (২)
তোমার কাছে আমি নবিজীর খুশব পাব (ঐ)

বলিব কারে মনের বেদনা

(সংকলিত)

বলিব কারে মনের বেদনা, শুনিবে কে মোর হৃদয়ের বাসনা
সেই সত্তার সন্ধানে ঘুরেছি আমি, ভ্রমরের মত হয়ে দিওয়ানা
ভ্রমর সেজে ঘুরেছি বাগানে, মাত্র একটি ফুলের কারণে
যে ফুলের লাগিয়া সৃজন দুনিয়া, সে ফুলের মধু আমি কি পাব না।

অন্ধ যে আমি দেবে কে জ্যোতি, দেখাবে কে মোরে এই সুন্দর পৃথিবী
সে ব্যথা নিয়ে যাব যে কোন দেশে
এমন ডাক্তারের জন্ম কি হলনা (ঐ)
ভিখারী আমি দেবে কে অন্ন
মিঠাবে কে মোর অন্তরের জ্বলনা
সে ব্যথা নিয়ে যাব যে কার ধারে
এমন কান্ডারীর সন্ধান কি পাব না (ঐ)
করছি আরজি দরবারে তোমার
হে খোদা দাও দেখা দয়াল নবীকে
যাহার লাগিয়া সৃজন দুনিয়া
সে নবীর দর্শন আমি কি পাব না (ঐ) (সংকলিত)
হৃদয়ের মরুতে তুমি দিলে বর্ষন (ঐ)

প্রিয় রাসুল (দঃ)

শায়খ মানযুর আহমদ রেফায়ী

প্রাণেরই ছন্দে কত আনন্দে
ভরি গো তোমায় প্রিয় রাসুল
রবিউল আউয়ালে আকাশের ভালে
আগমনে চাঁদ দোলে বিদোল (ঐ)
ওগো আল্লাহর নূর লক্বব বক্সুর
তুমি মহাবিশ্বে সৃষ্টির মূল (ঐ)
হাবীব আল্লাহর, মাওলা আমার
তোমার পরে প্রাণ কত আকুল (ঐ)
মন যেতে চায় তব মদিনায়
চরণ ধুলি নিতে মন ব্যাকুল (ঐ)

আল্লাহর নূর

শায়খ মানযুর আহমদ রেফায়ী

ওগো আল্লাহর নূর, নয়গো তুমি দূর
ওগো রাহমাতুল্লিল আলামিন কর রহমতে ভরপুর (২)
আল্লাহর ফরমান 'ক্বাদকা আকুম' মিনাল্লাহে নূর (২)

তুমি শাফিয়্যাল মুজনেবীন, গুনাহগারকে উদ্ধার কর
হই যদি মুমিন
দুনিয়া আখেরে কর মুছিবত দুর (ঐ)
তুমি মুমিনের আপন, তোমায় ছাড়া এই দুনিয়ায়
বাঁচে কি জীবন
আন নাবিয়্যু আউলাবিল মোমেনিন, আল্লাহজিরই সুর (ঐ)
তোমার নামটি প্রেমময়, সে নামেতে বাঁচে মরে প্রেমিক যে জন হয়
তুমি অসীম প্রেমময়, আহাদে আহমদে তাইতো হয় যে বিনিময়
হাবিবী মাহবুবে খেতাব, তাই পেলে প্রভুর (ঐ)
তুমি রাউফুর রাহীম, তোমার দয়ার নাই সীমা নাই
তুমি দয়াল অসীম
সালাত সালাম তোমার পরে, আল ইয়ালুত তাহুর (ঐ)

ইয়া নবীজি (দঃ)
(সংকলিত)
ইয়া নবীজী মোস্তফা নবী ছাল্লে আলা
শাফায়াতের কান্ডারী রাসুলাল্লাহ (ঐ)
কেউ বা বলে নবিজী গোলাপেরই ফুল
কেউবা বলে নবীজী নুরেরই পুতুল
নয় সে গোলাপ, নয় সে পুতুল, নুর আল্লাহর (ঐ)
কেউবা বলে নবীজি কাবারী কাবা
কেউ বা বলে নবীজি কাবারী বাবা
নবীজিরই শোকে কাবা হয়েছে কালা (ঐ)
ইছা মূসা নূহ নবীজি (২)
নফসী নফসী করবেন সবি
উম্মতি উম্মতি বলবেন, রাসুলাল্লাহ (দঃ) (ঐ)

নুরে মোজাচ্ছম

শাহেন শাহে আলম মদীনারী সুলতান
আমেনার দুলারা হালিমার জানের জান (২)
এসেছিলেন দুনিয়াতে পাপী উদ্ধারিতে,
গোমরাহ ও গাফেলের ঘুম ভাঙ্গাইতে (২)
ইসলাম প্রচার করিলেন হাতে নিয়ে পাক কোরান
আমেনার দুলারা হালিমার জানের জান। (ঐ)
বরোজে কিয়ামতে যতইনা গুনাহগার,
ক্রন্দন রবে চারিদিকে উঠিবে হাহাকার (২)
সেথায় হবেন মোর নবীজি উম্মতের মেহেরবান
আমেনার দুলারা হালিমার জানের জান (ঐ)
আয় শাহে দু-আলম নুরে মোজাচ্ছম
পিয়ে দাও আপন হাতে একবার জমজম (২)
তোমার ছাহারা নিয়ে হবে মুশকিল আছান
আমেনার দুলারা হালিমার জানে জান। (ঐ)
তেষট্টি বছর নবী কাঁদেন উম্মতের মায়ায়
এখনো কাঁদেন যিনি সোনারই মদীনায়
দোযখে করিবেন যিনি পাপী উম্মতের সন্ধান।
আমেনার দুলারা হালিমার জানের জান (ঐ)

সৃষ্টির সেরা

মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ রেজভী
তুমি সৃষ্টির সেরা নবী কামলী ওয়ালা (২)
তোমার নূরের আলোতে ত্রিভূবন উজ্বালা। (ঐ)
এয়া নবী তুমি তো রহমতে আলামীন, (৩)
তোমার দয়ায় গুছে পাপী- তাপীর জ্বালা। (ঐ)
যে দিন করবে সকলে এয়া নফসী নফসী, (৩)
সে দিন উম্মতের কান্ডারী ছরতাজ ওয়ালা। (ঐ)
তুমিতো কুল মাখলুখাতের পেয়ারা নবী, (৩)
তোমার প্রেমে ব্যাকুল সদা বারী তা'লা (ঐ)
দিলেন দাওয়াত তোমায় প্রভু মে'রাজ রাতে, (৩)
পেলে খোদার দিদার নবী ছাল্লে আলা। (ঐ)
কি করিব এ অধম তোমার গুনগান, (ঐ)
"ওয়া রাফা'না লাকা পাক কোরানে বলা। (ঐ)

নুরের নবী কামলী ওয়ালা

যবে তশরীফ আনিল মুহাম্মদ (দঃ) এই দুনিয়া হইল উজালা
সুর উঠিলো দিক ও দিগন্তে, ভেঙ্গে গেল জুলুমের তালা। (২)
আকাশে বাতাসে জয়ের ধ্বনী, নবীর আগমনের কথা শুনি (২)
জ্বীন পরী ফেরেস্তা সকলে, বরে মারহাবা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ (ঐ)
মা আমেনার কোলে থাকিয়া, পাপী উম্মতগণের লাগিয়া (২)
দোয়া করেছিলো সকাতরে, শিশু নুরের নবী কামলী ওয়ালা (ঐ)
ভূত পূজারী কাফের সকলে, আজব এই মুজেজা দেখে বলে (২)
- এখন উপায় কি হবে আমাদের, শুনে ঢংকা বাজে ছল্লে আল্লা। (ঐ)

মদীনার যাত্রী

এম,এন, ইসলাম জোহাদী

শুন কে যাবি মদীনায় দোয়া করি তোমাকে
আমার মনের ব্যথা বলবি নবীর দোয়ারে।
কবে হবে মোর দেখা প্রিয় নবীজীর সনে
উঠছে ব্যথার জোয়ার সতেজ প্রবল তরঙ্গে
না হয় হে দয়াল প্রভু দেখি যেন সপ্নেরে।
পুরাবে মনের আশা উদ্দেশ্য হাসিল হবে
দৃঢ় আশা যে আমার দরখাস্ত কবুল হবে
শুনছেন দয়াল নবীজি দুঃখির করুণ কাহিনীরে।
তোর এ ভ্রমন সফল হোক আমায় স্মরণ রাখিবি
ওহে মদীনার যাত্রী বলবি মোর কৌশলাদি
শুনে মোর এ কাহিনী নিশ্চয় দয়া করিবেন রে।
তোমার কি জানা আছে কোন সে, যে কপাল পোড়া
(যদি) তোমাকে বলেন তিনি কোন সে, যে সর্বহারা
তাকে বলিবে তবে হতভাগার কথা রে।

মোস্তফা এল

সৈয়দ হাসান মুরাদ

মোস্তফা এল, মোজতবা এল,
নূরনবী এল, মোর নবী এল
আজি দুনিয়ায় এলরে, মদিনা ওয়ালা ছরকাররে (ঐ)
তশরিফ আনিলেন আবদুল্লাহ ও মা আমেনার ঘরে
হুর গেলমা পড়ে দরূদ সবাই একই সূরে
কাবা ঝুকে মদিনার দিকে, জগত হল গুলজাররে (ঐ)
দুনিয়ায় এসে প্রিয়নবী, পড়িলেন সিজদায়
রাব্বি হাবলি উম্মতি বলে, খোদার কাছে আরজি জানায়
মাফ কর আল্লাহ, মাফ কর আল্লাহ
উম্মত আমার গুনাহগাররে (ঐ)
লজ্জায় আজকে মুখ ডেকেছে রবি ও শশি তারা
কলেমা পড়ে ঈমান আনে, মূর্তি পূজীত যারা
নুরানী এক ফুল মদিনার বুলবুল, আম্বিয়া কুল ছরদাররে (ঐ)

খোদার উপহার

সৈয়দ আবু নওশাদ নাঈমী

এ কি দিলে আল্লাহ মোদের কেমন উপহার
রহমতে আলম যিনি উম্মতে ছরকার (ঐ)
ভালবেসে আল্লাহ যাঁকে ডাকলেন আহমদ
এই ধরাতে আসলেন তিনি হয়ে মুহাম্মদ (দঃ)
কঠিন হাশরেতে যিনি, করবেন মোদের পার (ঐ)
দুনিয়াতে এসে নবী পড়িলেন সিজদায়
উম্মত আমার পাপী খোদা মাফ করে দাও তাই
রাব্বী হাবলি উম্মতি বলেন বারবার (ঐ)
মেরাজে গেলেন নবী বোরাকেতে চড়ে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আনলেন উম্মতেরী তরে
নামাজ ছেড়ে দিলে বান্দা, পাবে নাতো ছাড় (ঐ)

নবী ছাড়া দু'জাহানে কোন উপায় নাই
অধম নওশাদ চায় যেতে সোনার মদিনায়
কেমন করে যাব ইয়া হাবীব আল্লাহর (ঐ)
গাও নবীজির শান

ঐ শামসু ভাণ্ডারী

দরুদ পড় জলুছ কর, গাও নবীজির শান
বড়ই ভাগ্যবান আমরা বড়ই ভাগ্যবান (ঐ)
আল্লাহ নিজের নূর হতে বানায় যাঁহারে
তাঁহার উম্মত করল আল্লাহ আমরা সবাইরে
শেষ নাই এই শোকর, করলে জীবন ভর (ঐ)
কেমন এহসান (ঐ)
সকল নবীর নবী মোদের, মুহাম্মদ রাসুল
যার উছিলায় হাত তুলিলে, দোয়া হয় কবুল
নূরের পুতুল নুরানী বুলবুল, বড় দয়াবান (ঐ)
বারই রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকেতে
পাপী বান্দার এল বন্ধু, আরব দেশেতে
তাহার নুরেতে বিশ্বজগতে, হয় নূরের বাগান (ঐ)
রাহমাতুল্লিল আলামিন আমাদের নবী
তাঁহারই প্রেমেতে আল্লাহর পেয়ারা হবি
ক্ষমা সব পাবি, বেহেস্ত পাবি, গাইলে গুণগান (ঐ)
শামসু বলে যে মন দিয়েছে, নবীর প্রেমেতে
তারে আল্লাহ লা মকানে রাখে সঙ্গেতে
পরম সুখেতে থাকে খুশিতে, আল্লাহর মেহমান (ঐ)
যার হাতেই বানায় আল্লাহ জমিন ও আসমান
সেই নবীর উম্মতের আর কিসের পেরেশান
পেয়েছি ঈমান, হলাম মুসলমান, কি করবে শয়তান (ঐ)

প্রার্থনা

শামশু ভাণ্ডারী

যার নাম রেখেছ নিজে, মুহাম্মদ রাসুল
সে নামের উছিলায় দোয়া কর হে কবুল(ঐ)
তোমার কাছে এই প্রার্থনা, আমায় যেন নাও মদিনা
নবী প্রেমে এই মন যেন সদা রয় ব্যাকুল (ঐ)
যা লিখেছ পাক কোরানে, মানে যেন আমার মনে
দয়াল নবীর গুণ গানে যেন হয় মশগুল (ঐ)
শেষ মরণটা মদিনাতে, লিখে দিও কপালেতে
মরণকালে দেখাই দিও, মুহাম্মদ রাসুল (ঐ)
দয়াল নবীর যেই রওজাতে, পাগল শামসু ঝাড়ু দিতে
মাথায় রাখলাম সেই আশাতে বাবরি কাটা চুল (ঐ)

মদিনা লেগেছে কেমন

হাফেজ আনিসুজ্জামান

হাজীগণ বলতো দেখি মদিনা লেগেছে কেমন?
যেথায় মোদের নূরী নবী করেছেন শয়ন (ঐ)
কতকাল কেঁদেছে এই মন, করত ছটপট যখন তখন
আজি সেই স্বপ্ন তোমার, দেখনা হয়েছে পূরণ (ঐ)
সোনালী জালিতে ঘেরা, রওজা পাক সৃষ্টিতে সেরা,
যেখানে বাবে জিবরাঈল, সেথায় কি ছিলে কিছুক্ষণ (ঐ)
সাওয়ারী ছুটেছে যখন আগেই তার পৌছেছে এই মন
দেখেছ গুম্বদে হাজরা।

মদিনা আমার জান

সৈয়দ হাসান মুরাদ

মদিনা আমার জান, মদিনা আমার প্রাণ
মদিনাতে থাকেন আমার জানের জান (ঐ)
রাব্বুল আলামিন তোমারই বুকে
পাঠালেন আমার দয়াল নবীকে
সেই কারণে তোমার বাগানে
পাওয়া যায় কোরান হাদীস দ্বীন ও ঈমান (ঐ)
তোমার প্রতিটি ধুলিকণা আমার কাছে দামী গহনা
বেহেস্তি উদ্যান, জান্নাতের বাগান
রিয়াজুল জান্নাহ আমার নবিজীর বয়ান (ঐ)
আর কতকাল বসে বসে
কাঁদব আমি বাংলাদেশে
সোনার মদিনা, প্রাণ যে মানে না
বিরহের জ্বালা থেকে কর গো আছান (ঐ)
নবীজিকে ভালবাসা, ঈমানের দাবী
যাতে অটল ছিলেন
নবীর ছাহাবী
হাসান মুরাদ, চেয়োনা দিনরাত
সর্বদা গাইতে থাক দয়াল নবীর শান (ঐ)

কামলিওয়ালার দরবারে

সৈয়দ আবু নওশাদ

সোনার মদিনা, প্রাণের মদিনা
জানের মদিনা স্বপ্নের মদিনা
কে কে যাবি তোরা আয়রে, কামলিওয়ালার দরবারেতে (ঐ)

থাকত ডানা উড়ে যেতাম, সোনার মদিনাতে
কেমনে যাব দুঃখ রইল আমি মদিনাতে
করহে কবুল, আল্লাহ ও রাসুল
যেন পারি সেথায় যেতে (ঐ)
সোনালি জ্বালি, নুরানী গিলাপ, চুমো খাব গিয়ে
নয়নের জল করবে টলমল, চোখের উপর বেয়ে
ছাড়িনি ছাড়বনা, ছাড়িতে পারবনা
ভূলিনি ভূলবনা, ভূলিতে পারব না
কোন কারণে, কোন মতে (ঐ)
গুম্বদে হাজারা দেখব যখন, মন হবে উজ্বালা
আশেক উম্মত একই সুরে পড়ব ছাল্লে আলা
মারহাবা নবীজি, নবীজি নবীজি (২)
মারহাবা, মারহাবা (২) আজি সালাম কদমেতে (ঐ)

সোনার মদিনা

সলিম উদ্দীন হায়দার

তোরা কে কে যাবী চল চল সোনার মদিনা
যে নামেতে সদায় উড়ে বিজয় নিশানা (ঐ)
আমার নবীর পদার্পনে ধন্য তুমি ত্রি-ভুবনে
সবাই তোমার চুমো খেতে হলেন দিওয়ানা (ঐ)
প্রেমিকগণের হৃদয় যত বিশ্বজুড়ে তোমার মত
প্রেমিকগণের স্বপ্নপুরী তুমি ঠিকানা (ঐ)
তুমি ছিলে মরু উদ্যান এখন হলে নুরের বাগান
চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে সকল পরওয়ানা (ঐ)
সলিম বলে অধম কাঙ্গাল, নবী প্রেমে পাগল হলাম
তোমার বুকে মিলবে আমার নবীর নিশানা (ঐ)

প্রাণের নবী মারহাবা

(সংকলিত)

মারহাবা মারহাবা দয়াল নবী মারহাবা
মারহাবা মারহাবা প্রাণের নবী মারহাবা
প্রিয়নবী মারহাবা, নূরের নবিজী মারহাবা (২)
চাঁদকে দু'টুকরো করেন আঙ্গুলের ইশারায়
ইহুদী কাফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়
তিনি যে আল্লার হাবীব নবী মোস্তফা (ঐ)
সিজদায় পড়িয়া নবী কাঁদেন জারজার
আমার উম্মত গুনাহগারগণ কেমনে হবে পার
উম্মতেরী কান্ডারী নবী মোস্তফা (ঐ)
বার সূর্যের তাপ পড়িবে, হাশরের দিনে
আপনি বীনে আমাদেরকে ছায়া দেবে কে
শাফায়াতের কাণ্ডারী নবী মোস্তফা (ঐ)

নবীর আগমন

(সংকলিত)

জবে তশরিফ আনিলেন নবীজি
এই দুনিয়া হইল উজ্জালা
সুর উঠিল দিক ও দিগন্তে, ভেঙ্গে গেল জুলুমেরই তালা (ঐ)
মা আমেনার কোলে থাকিয়া, পাপী উম্মতগণের লাগিয়া
দোয়া করেছিলেন সকাতরে, শিশু নুরুন্নবী কামলিওয়ালা(ঐ)
আকাশে বাতাসে জয়ের ধ্বনি
নবীর আগমনের কথা শুনি
জ্বীন পরী ফেরেস্তা সকলে বলে মারহাবা ইয়া রাসুলাল্লাহ(ঐ)
ভূত পূজারী কাফের সকলে

এই আজব মোজেজা দেখে বলে
এখন উপায় কি হবে আমাদের
শুনে ঢংকা বাজে ছাল্লে আলা (ঐ)

নবীকেই ভালবাসুন

✍ সৈয়দ হাসান মুরাদ

ভাল যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন
নবী ত্বরানে ওয়ালা, নবী বাঁচানে ওয়ালা
প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাই নবীকে জানুন।
সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা
সাত সাগরের পানি দিলেও তৃষ্ণা মিটে না
কাউছারের পানি দিবেন শাহে মদিনা
কাউছারের মালিক যিনি, তাঁকে চিনুন (ঐ)
মৃত্যুর পর যখন তোমায় রাখবে কবরে
আত্মীয় স্বজন যত সব যাবে সরে
দয়াল নবী তশরিফ আনবেন, তোমার কবরে
ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে তাই নবীকে ডাকুন (ঐ)
কিয়ামতের ময়দান যখন, কায়েম হবে
ইয়া নফসি নফসি বলে কাঁদবে সবে
আল্লাহর দরবারে নবী সিজদায় পড়বেন
শাফায়াতের মালিক যিনি, তাঁকে বুঝুন (ঐ)॥

নবী মোহাম্মদ রাসুল

✍ শামসু ভান্ডারী

রাহমাতুল্লিল আলামিন সে নুরানী একফুল
মোহাম্মদ রাসুল নবী মুহাম্মদ রাসুল
সে ফুল ফুটল আরব দেশে

খুশব ছড়ায় সারা বিশ্বে
রহমতের জোয়ারে ভাসে, সকল সৃষ্টি কুল, (ঐ)
নূরের নবীর আগমনে
আনন্দ পায় ত্রিভূবনে
ফুটিল আনন্দের বনে তৌহিদেরই ফুল (ঐ)
সাগরে পায় মুক্তা কাঞ্চন
সাপে পাইল মানিক রতন
হরিণে পায় কস্তুরী ধন লয়ে চরণ ধূল (ঐ)
পাপীর মুখে দিল হাসি
দয়াল নবী ভবে আসি
শামসু বলে বিশ্বনবী আনন্দে ব্যাকুল (ঐ)

সেরা নবী

(সংকলিত)

সব নবীদের সেরা নবী
নবীজি আমার
নূরের বাতি দাও জ্বেলে দাও
হৃদয়ে আমার।
তোমার দয়ার কাঙ্গাল আমি
কাঁদি সারা দিবসযামী
দূর করো দূর করো মনের
নিকষ অন্ধকার (ঐ)
খোদার হাবীব তুমি জানি
চাই তোমারই মেহেরবানী
রোজ হাশরে শাফায়াতের খুলিও দুয়ার (ঐ)

কেমনে যাব মদিনায়

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

কাবারই কাবায়, সোনালি রওজায়
কেমনে যাব মদিনায়
কেমনে যাব মদিনায়, আমি হায়! কেমনে যাব মদিনায়॥
কত হাজী যায়, সোনার মদিনায়
আমিতো এখনো যেতে পারি নাই
অন্তর কাঁদে সেই বেদনায়, নবিজীর স্মৃতিময়
নূরের আঙ্গিনায় (ঐ)
করব আমি তাওয়াফ কাবায়
দৌড়ব আমি সাফা মারওয়ায়
সেই স্বপ্নেতে বিভোর হয়ে মন চলে যায়
মরুর সাহারায় (ঐ)
যেই শহরকে বালাদিল আমিন
বলেছেন কোরানে আল্লাহ তায়ালায়
সেই শহরের মুসাফির হতে কাঁদে আমার
মনটা সদায় (ঐ)
যেই মদিনায় শুয়ে আছেন
আল্লাহর হাবীব নবী মোস্তফায়
ইচ্ছে করে সেই মদিনায় গিয়ে আমার প্রাণটা জুড়ায় (ঐ)
নবী নবী (দঃ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

নবী নবী নবী নবী (২)
সবার সেরা মোদের নবী, দোজাহানের বাদশাহ নবী
নূরের নবী প্রাণের ছবি (ঐ)
রহমতেরই খনি যিনি, জান্নাতেরই মালিক তিনি
ইমামূল মুরছালিন নবী, শাফিয়্যাল মুজনেবীন নবী (ঐ)
ছবছে আওলা নবী খোদাকা পেয়ারা নবী
সৈয়্যদুল মুরছালিন নবী, রাহাতিল আশেকীন নবী (দঃ)
ত্বরানে ওয়ালা নবী, বাঁচানে ওয়ালা নবী (দঃ)
উম্মতের কাণ্ডারী নবী, শাফায়াত ওয়ালা নবী (ঐ)

সোনার মদিনায়

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

সোনার মদিনায় প্রাণের মদিনায়
ও আল্লাহ একবার নাওনা আমায়
যেথায় গেলে হৃদয় আরতো ফিরতে না চায়
একবার গেলে বারবার যেতে মন চায়
মরুর আঙ্গিনায় নুরানী রওজায় ॥ (ঐ)
হিজরত করে নবী যে ভূমিতে যায়
ইস্তেকবাল জানায় আবাল বৃদ্ধ বনিতায়
শ্রেষ্ঠ যে জমীন আজ সারা দুনিয়ায় ॥
যে নামের উছিলায় দোয়া কবুল হয়ে যায়,
যে ভূমির চেয়ে দামী আর কোথাও নাই
যে ভূমির বুকেতে শুয়ে আছেন মোস্তফায় (ঐ)
যেখান থেকে ইসলাম প্রচার হল দুনিয়ায়
মসজিদে নববী সেথায় আজো শোভা পায়.
হাজারো সাহাবার মাজারে পাক যেথায়।

মাগো বলনা

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

ছোট্ট ছেলে মাকে বলে কেন্দে কেন্দে কচি সুরে
মাগো বলনা মদীনা কত দুরে
সেথায় আমি যাব কেমন করে
শুনেছি সেথায় নাকি দয়াল নবী আছেরে (ঐ)
দো জাহান সৃষ্টি যাঁর উচিলায়
তিনি নাকি আছেন সোনার মদিনায়
আমায় তুমি নিয়ে যাওনা সেই প্রান্তরে (ঐ)
সবুজ গুম্বুজ দেখলে নাকি বড়ই ভাল লাগে
সেই গুম্বুজ দেখতে আমায় কবে নিয়ে যাবে
সেই গুম্বুজের নিচে নাকি মায়ার নবী ঘুমাইরে (ঐ)
তোমার কাছে চাইনা মাগো চকলেট আর মিষ্টি
তাঁহার রওযা দেখতে চাই যাঁর জন্য সব সৃষ্টি
সেই আশা বাঁধলো বাসা আমার অন্তরে

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে

কাজী নজরুল ইসলাম

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তার ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি,
তন্দ্রাতে বিলোল ॥
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায়
ঝুর্‌ছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল,-খাওয়া,
মৌমাছি বিভোল্‌ ॥
কবে সে ফুল কুমারী ঘোমটা চিরি
আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শ সুখে ভাঙিবে ঘুম
রাঙ্‌বেরে কপোল ॥
ফাগুনের মুকুল জাগা দুকুল - ভাঙা
আস্‌বে ফুলেল্‌ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি,
ফুট্‌ব গালে টোল ॥
কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে।
কুল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্‌ আজকে জলে
ভরবে রে আঁখির কোল ॥

ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে

কাজী নজরুল ইসলাম

ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্‌ আস্‌মানী তাকিদ্‌ ॥
তোর সোনা দানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ্‌,
দে জাকাত, মুর্দ্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নি'দ ॥
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুস্‌লিম হয়েছে শহীদ্‌ ॥
আজ ভু'লে গিয়ে দোস্ত দুশ্‌-মন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামের মুরীদ।
যারা জীবন ভ'রে রাখছে রোজা নিত্‌-উপবাসী
সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে যা কিছু মফিদ।
ঢাল্‌ হৃদয়ের তোর তশ্‌তরীতের শির্‌নী তৌহিদের,
তোর দাওয়াত কবুল করবেন হযরত, হয় মনে উদীম ॥
তোরে মার্‌ল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গ'ড়ে প্রেমেরি মস্‌জিদ ॥

নূর নবীজি হযরতের

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

বারই রবিউল আউয়ালে কার আগমন হয়েছে
আল্লাহর হাবীব তাজেদার নূর নবিজী হযরতের
কার আলোতে এই ধরনী আলোকিত হয়েছে
কার নামেতে সৃষ্টি জগৎ আনন্দেতে মেতেছে (ঐ)
কার আসাতে জুলুম শাহীর প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে
কার নাম শুনে মুর্তীরা সব থর থর করে কেঁপেছে
কার দানেতে নারী জাতি জীবন ফিরে পেয়েছে
কার আসাতে মূর্তী পূজার মুলোৎপাঠন হয়েছে (ঐ)
কার উছিলায় দূর্বল উট সুস্থ সবল হয়েছে
কার আগমন নবীরা সব আগেই প্রচার করেছে (ঐ)
কারে আল্লাহ লামকামে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছে
কার উছিলায় উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পেয়েছে (ঐ)

মক্কা মদিনার ফুল

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

মক্কা মদিনার ফুল মক্কা মদিনার ফুল
সেই ফুলের খোশব হল
মুহাম্মদ রাসুল (সঃ) (ঐ)
আরবেরই মরুভূমিতে
ফুটিল একটি ফুল
সেই ফুলেরই নাম রাখিল
মুহাম্মদ রাসুল (দঃ)
আলোকিত করলেন তিনি
মা আমিনার কোল
সেই আলোতে আলোকিত
হল বিশ্বকুল (ঐ)
ধ্বংস হল মূর্তিপূজা
অগ্নিপূজার মূল
খোদার বানী প্রচার করলেন
মুহাম্মদ রাসুল (দঃ) ঐ
শান্তির তরে গঠন করলেন
হিলফুল ফুজুল
দূরীভূত হল তাতে অশান্তির মূল ঐ

আমার সারাটা জীবন

✍ মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

আমার সারাটা জীবন, যতদিন না হয় না মরণ
নবীর প্রেমে রাখিও আমারে সদাই ও বিভোর
কণ্ঠে আমার রাইখ দয়াল মদীনার সুর (ঐ)
দুঃখের সময় না পেয়ে সুখের সময় যাদের পাই
এই দুনিয়ার শিল্পীগনে তাঁদের গান গায়
দিওনা সুখে দুঃখে-ঐ গান মোর মুখে করে দিও দুর
গেয়ে যাব দয়াল আমি ঐ মদীনার শান
যতদিন থাকে অধমের দেহে প্রান
আরেকটি বাসনা আমার মিলাইয়া দাও দিদার তোমার বন্ধুর
আমার মনের আর্জি দয়াল জানাই তোমারে
আমার শেষ নিঃস্বাস থাকে যেন মদীনার সুরে
মোর কণ্ঠ থেকে কভু-কেড়ে নিওনা প্রভু-তোমার দেওয়া নুর

কতই কোলাহল আমিনার ঘরে

✍ এম এন ইসলাম জেহ্‌হাদী

কতই কোলাহল আমিনার ঘরে, মহান নবীজীর শুভাগমনে,
সে দিনখানি যে কতই না মুখর প্রিয় নবীজীর নব পরশে।
সকল নবীদের পথের দিশারী, দুরূদ ও সালাম পড়ি তাঁহারি
খুশী আনন্দে হয় মাতোয়ারা মানব দানব নির্বিশেষে
খুলেছে নবীর প্রেম সুধাগার পানে হয় মত্ত প্রেমিক জনে
তাওহীদেরি এক পেয়ালা পান করিয়ে দেয় আপন হাতে
যাবার সুযোগ হবে কবে মোর প্রিয় নবীজীর চরণ পরে
দেখিতে পায় যে নূরী চেহারা এ আশা রাখি খোদার দ্বারে।
খোদার তাওহীদ নবীর রিসালত যথাযথ তার কর হেফাজত
আল্লাহ্ খুশী সকল কাজে হলে খুশী তার প্রিয় জনে ॥
নবীর প্রেমে আল্লাহ্ তা'লা করেন পয়দা তাঁকে পহেলা,
আরশ কুর্‌সী লৌহ কলম, সৃজিল সবি যাঁরি নূরেতে ॥

আমি যখন যাব মরে

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

আমি যখন যাব মরে আমায় গোসল করাইয়া
বিছানাতে শুয়াইয়া
কুরআন তেলোয়াত করবেন আমার লাশের পাশে বসিয়া
গাউছিয়া খতম পড়বেন পীর ভাইয়েরা আসিয়া (ঐ)
পীর ভাইয়েরা বসবেন আমার লাশের চারিধারে
দরুদ সালাম পড়িবেন মধুর সুরে সুরে
ছবছে আউলা পড়বেন সবাই কণ্ঠ ছাড়িয়া (ঐ)
যখন জানাযার নামাজ পড়াতে নিয়ে যাবে মোরে
সবার জবান রাখিও আল্লাহর জিকিরে নবীর জিকিরে
মোর জানাযা পড়াবেন সুন্নি আলেম দিয়া (ঐ)
জানাযার নামাযের পরে পড়িও মিলাদ
মিলাদ পড়ার পরে সবাই করিও মুনাজাত
তারপরে দিও কবরে আমায় শুয়াইয়া (ঐ)

কি মায়া লাগাইলা

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

কি মায়া লাগাইলা মদীনা আমাকে
হৃদয়ে মোর আহজারী তুমি মদীনার শোকে
যাঁর প্রেম না থাকিলে হয়না মুমিন
তাঁকে পেয়ে ধন্য হল মদীনার জমিন
তাই মদিনা গিয়ে ধন্য হতে চায় সব আশেকে (ঐ)
মদীনার মায়া মাখা মরুপ্রান্তর
অধম রিয়াদের অন্তরের অন্তর
যা আছে অন্তরে দেখতে চাই আখিভরে শান্তিপাব দেখে (ঐ)
মদীনায় শুয়ে আছেন মায়ার ভান্ডার
উম্মতের জান তিনি উম্মতের কান্ডার
তিনি নিজের চেয়েও ভালবাসেন মোরা উম্মতকে (ঐ)

জাতি নূর

 সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আল্লাহ পাকের জাতি নূর
হে মোদের প্রিয় রাসুল
সালাম জানায় অতুল
হে মোদের প্রিয় রাসুল (ঐ)
সৃষ্টি কূলের উৎস মূল
আল্লার হাবীব হে রাসুল (২)
আপনার প্রেমেতে ব্যাকুল
কোটি আশেকে রাসুল (ঐ)
যে করেছে চিনতে ভুল
আপনাকে হে রাসুল (২)
ইহকাল ও পরকাল
সে হারাল উভয় কূল (ঐ)
সাহারাতে ফুটলে ফুল আল্লার হাবীব হে রাসুল
আপনার খোশবুতে আকুল,
গুল বাগিচার কোটি ফুল (ঐ)

নবীজি মোর

 দীদার দস্তগীর

নবীজি মোর পরশমনি, নবীজি মোর সোনার খনি
নবী ছাড়া এই জীবনের মূল্য হবে না
নবীজি মোর শুয়ে আছেন সোনার মদিনা (২)
শৈশব কালে নবীজি মোর হারাইলেন জননী
স্নেহময় পিতাকে ও এক নজর দেখেননি
তখন চাচাজানে তাকে করেন পালনা (ঐ)

যখন তিনি শুনান বাণী মহান আল্লাহ তায়ালার
তাঁহার উপর চলতে থাকে জোর জুলুম ব্যভিচার
দয়াল নবী মেনে নিতেন সকল যাতনা (ঐ)
নবুয়তের মহান শরাব, নিয়ে নবীজি
জেহাদের ময়দানে আসেন, সিপাহসালার সাজি
করেন কায়েম সুন্দর সমাজ, দ্বীনি জমানার (ঐ)
মদিনার মসজিদে বসে, করেছেন দেশ শাসন
সকল রাষ্ট্রপতির উর্ধ্বে প্রিয়নবীর সম্মান
তাহার সুন্দর নীতিমালার নাইযে তুলনা (ঐ)
ছিলেন তিনি মহৎ উদার নম্র বিনয়ী
মহান আদর্শের গুণে হয়েছেন বিজয়ী
রেখে গেলেন দুটি বিধান কোরান ও সুন্নাহ (ঐ)

হে পাখির দল

মাওলানা আবুল কাশেম নূরী

হে পাখির দল
আছে কি তোমাদের এমন পাখি
যার ডানা দিয়ে উড়ে উড়ে যাব, এমন নবীর বাড়ি
যাকে আমি ভালবাসি (ঐ)
পশুপাখি কীট পতঙ্গ, রাত হয়েছে কত আনন্দ
আমি বেছাহারা কেঁদে মরি, হারিয়ে মোর দু'আখি (ঐ)
রাতেরী আধাঁরে জোনাকী জ্বলে কত যে মনোরম সবার তরে
আমি বেছাহারা কেঁদে মরি, হারিয়ে মোর জোনাকী (ঐ)
এই দুনিয়ার যত না প্রেমিক, প্রেম সুধা পানে মৌ চৌদিক
মিটাবে যে আমার মনের তৃষ্ণা
কোথা যে সুরা কোথা যে সাকী (ঐ)

এসেছে এসেছে হজ্বেরই মাহিনা
মন পাখি আমার ঘরে রয়না
উড়ে যেতে চায় সে মদীনা, কিভাবে বেঁধে রাখি (ঐ)

SWEET MADINA

Sweet Madina, Sweet Madina,
Sweet Madina, very lovely.
How is beautiful Madina
How fine is Madina
I can tell about Madina
We can tell about Madina
Such a beautiful Madina (that)
Give me a chance to go to Madina
I will hope stey, to as go to Madina (that)
So a fearing is Madina
So a gooding is Madina
So a chartain is Madina
So atructing is Madina
So loving is Madina (that)

মদিনার যাত্রী

শামসু ভান্ডারী

শুন মদিনার যাত্রী, ওহে আল্লাহর মেহমান
তোমরা নাওহে সালাম, তোমরা নাওহে সালাম
আমার সালাম পৌঁছে দিও, মদিনা মকাম
তোমরা নাওহে সালাম, তোমরা নাওহে সালাম(ঐ)
যে দেহে করিবে তাওয়াফ খানায়ে কাবা
যে চোখে দেখিবে তোমরা, নবীজির রওজা
যে মুখে করিবে জমজমের পানি পান (ঐ)

যে হাতে মারিবে তোমরা শয়তান কে পাথর
যে পায়ে সাফা মারওয়া করিবে সফর
যে গায়ে পড়বে তোমরা, ইহরামের কাপড়
যারাই যাবে হজ্ব করিতে তারাই ভাগ্যবান (ঐ)
যে শরীরে পড়িবে নামাজ মিজাবে রহমতে
যে শরীরে পড়িবে নামাজ মসজিদে নববীতে
যে মুখে খালেছ নিয়তে পড়বে যে কোরআন (ঐ)
কতই নবীন, কতই প্রবীণ কতই নওজোয়ান
করতে তাওয়াফ আল্লার ঘরে হওরে আগুয়ান
থাকবে জারী সবার মুখে একটি শ্লোগান
হাজীর হে আল্লাহ, হাজীর হে আল্লাহ
লাব্বাইক লাকা লাব্বাইক লাকা ওগো দয়াবান।(ঐ)

মানুষ রূপে শয়তান

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

যারা নূর নবীরে আঁরার মত মাটির মানুষ কয়
তারা মানুষ রূপে শয়তান অ- ভাই নবীর উম্মত নয়। (ঐ)
আল্লাহ পাকে কোরআনত কয়
নবী আল্লার জাতি নূর অন্য কিছু নয়
আর বিয়াগ্যিন নবীর নুরুত্তুন পয়দা অয় (ঐ)
মেরাজর ঘটনায় বুঝা যায়
নবী এবং আরার লগে তুলনা নো অয়
লা মকানত খোদার লগে, নবীর দীদার অয়
বেশ কতক্ষণ খোদার লগে কথাবার্তা অয় (ঐ)
বদরের ঘটনা উন ভাই
৩১৩ মুমিন আছিল অন্য কিছু নয়

তবু হাজার কাফের নবীর কাছে কুপোকাত বনি যায়
মুসলমান অল বীরের জাতি, এই দিন প্রমাণ অয় (ঐ)
নবীর হিজরতে অভাই
ইসলাম প্রচারর একখান বিরাট সুযোগ অয়
অল্প দিনুত মক্কা আর মদিনা বিজয় অয়
মদিনাতে ইসলামী শাসন কায়েম অয় (ঐ)

মদিনার খোশবু

শায়ের এমদাদুল ইসলাম

ওহে সকালের বাতাস তুমি কোথায় চলে যাও
মদিনার খোশবু তুমি আমায় দিয়ে যাও॥
নুরুন্নবী মানব ছবি পাঠালেন এ ধরাতে
কুলকায়েনাত উজ্জল হলে নুর নবীর নূরেতে
খোদ্ খোদা পাগল হল নুরুন্নবীর প্রেমেতে
ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও (ঐ)
নবীর আশেক ওয়াইছ করণী নবীর প্রেমে দিওয়ানা,
বত্রিশ দান্দান শহীদ করলেন, একটি মাত্র রাখলেন না।
ওরে মুমিন দেখ একবার নবী প্রেমের নমুনা
ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও (ঐ)
আসিলেন বাদশা হয়ে রাহমাতুল্লীল আলামিন
আমার গলার মালা তুমি সফিউল মুজনেবীন
যার নামেতে খোদ খোদার কাবা ঝুকে যায়
ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও (ঐ)

সোনার মদিনা

আল্লামা সলিম উদ্দিন হায়দার

সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা

সব ভূলিব কিন্তু তোমায় ভূলতে পারিনা॥
ভূলিনি, ভূলবনা, ভূলতে পারিনা (ঐ)
খোদার সৃষ্টিতে তুমি, শ্রেষ্ঠ ভূমি হও,
আরশ মুয়াল্লার চেয়ে দামী তুমি হও,
তোমার বুকে করছে শয়ন শাহে মদীনা (ঐ)
ইয়াছরীব নামে ছিলা তুমি অলুক্ষণের দেশ,
বড়ই মারাত্মক যে ছিল, তোমার পরিবেশ
নবীর ছোয়ায় হলে তুমি, সোনার মদিনা (ঐ)
জান্নাতের বাগান তুমি নবী বলেছেন,
থাকে শেফার অধিকারী তোমায় করেছেন
তোমার বুকে প্রবাহিত নূরেরই ঝর্ণা (ঐ)
তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে,
তোমার বুকে জিবরীল আমিন সদা এসেছে,
সলিম বলে কেমন করে যাব মদীনা (ঐ)

মদীনার পানে

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

উড়ে যেতে ইচ্ছে হয় মদীনার পানে
সেথায় গিয়ে সালাম দেব নবিজীর চরণে(ঐ)
দেখা আমার হবে নবীজির সনে
বলব সকল মনের ব্যথা নবীজির কদমে (ঐ)
জিন্দা নবী শুয়ে আছেন মদিনার জমিনে
মদিনাতে যেতে আমার দিল সদা টানে (ঐ)
বাতাস যখন ছুটে চলে মদিনারী পানে
সঙ্গী বনতে আরজ করি, বাতাসেরই সনে (ঐ)
দোজাহানের দুলহা এল সৃষ্টিরই কল্যাণে

হুর গেলমান নৃত্য করে নবীর আগমনে(ঐ)
থাকব যখন মুছিবতে, কিয়ামতের দিনে
প্রিয়নবী পার করাবেন, সকল উম্মত গণে (ঐ)

চল মদিনা যাই

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

চল চল মুমিন মদিনাতে যাই
হৃদয়ের প্রশান্তি মিলবে, গেলে মদিনায়
মুর্দা কুলব জিন্দা হবে গেলে মদিনায় (ঐ)
নূরী খোদার নূরী নবীর দরবারেতে যাই
সারা জাহান আলোকিত যার নূরের আভায় (ঐ)
মহান নবীর মহান বাণী হাদীস বলে আমরা জানি
আল্লাহ্ পাওয়ার পন্থা আছে, নবীর তরিকায় (ঐ)
হাশরের দিন মুসিবতে, তারই শাফায়াতের তরে
ডাকি আমি পড়ি দরুদ, নিশি নিরালায় (ঐ)
নবীজিকে মাটির মানুষ বল নাকো ভাই
খোদার নূরে নবী সৃষ্টি, কোরআনে দেখা যায় (ঐ)

শাফায়াত ওয়ালা

(সংকলিত)

ইয়া নবীজী জগত উজ্বালা, কামলিওয়ালা তোমারি নাম
দুনিয়া তোমার নামেরি ঢংকা, মদিনা ওয়ালা তোমারি নাম
ফকির দরবেশ বাদশা গণের , গলার মালা তোমারি নাম।
দুনিয়া তোমার নামেরি ঢংকা, মদিনা ওয়ালা তোমারি নাম।
আরশ কুরছি লওহ কলমে,রয়েছে যেখানে তোমারি নাম (ঐ)
আসিলেন তুমি বাদশা হয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন
গাহিল যত জীন ইনসান ছাল্লু আলাইহে মুহাম্মাদিন ।
ডুবেছি আমি গুনাহর সাগরে, জপিনি কভু তোমারি নাম
রোজ হাশরে সুপারিশ করিবেন, শাফায়াতওয়ালা তোমারি নাম (ঐ)

নূরের নবী

ঐ মানযুর আহমদ রেফায়ী

নবী যে মোর নূরের নবী, নবী যে মোর
নবী যে নূরের নবী আমার মত নয়
আমার মত মানুষ নবী কাফেরেরা কয় (২)
নবী নয় গো মাটির মানুষ, ঈমান রাখ থাকতে দম হুশ
বেঈমান হাশরে বেহুশ ক্বোরআনেতে কয়
আমার মত মানুষ নবী কাফেরেরা কয়। (ঐ)
নবীর নাই শরীরের ছায়া নবীর আছে নূরের কাঁয়া
ছায়া ছাড়া কায়ার মায়ায়, ছায়া ছাড়া
ছায়া ছাড়া কায়ার মায়ায় মুমিন হয় তন্ময় (ঐ)
আমার মত নবী হইলে নবীর মত আমি তাইলে (২)
নবীর সাথে শিরক করলে আল্লাহজ্বী না সয় (ঐ)
আমার মত মানুষ নবী কাফেরেরা কয়।

মিলাদুন্নবী (দঃ)

ঐ সৈয়দ ছোবহান গণি

জবে তশরিফ আনলেন নূরনবী খোদ কাবার কাবা
মারহাবা মারহাবা বল মারহাবা মারহাবা।
নূরের নবীর আগমনে, খুশি জোয়ার কুলজাহানে
হুরপরী ফেরেস্তা গণে পড়েন ছাল্লে আলা
মারহাবা মারহাবা বল মারহাবা মারহাবা। (ঐ)
নবী যখন হাজত সারতেন জমি ফেটে ভক্ষণ করতেন
ত্রিভুবনে প্রিয় নবীর নাই কোন আর তুলনা
মারহাবা মারহাবা বল মারহাবা মারহাবা। (ঐ)
গাউছে পাকের আশেক যারা, নূরনবীকে দেখবে তারা
পিছে পিছে পীর জিলানী আগে কামলিওয়ালা
মারহাবা মারহাবা বল মারহাবা মারহাবা। (ঐ)

রাসুল (দঃ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

রাহমাতুল্লিল আলামীন আপনি, শাহেন শাহে মদিনা
তোমারী ছদকায় সৃজন হল, দুনিয়া আখের জমানা (এ)
সর্ব গুণে গুণি আপনি, নিজের নিজের তুলনা
সৃষ্টির সেরা নবী আপনি, উছওয়াতুন হাছানা (ঐ)
আপনার প্রেমে বিভোর হয়ে, আল্লাহ হলেন দিওয়ানা
মে'রাজের রাত্রিতে আপনায়, নামাজ দিলেন নজরানা (ঐ)
ইচ্ছে করলে হে নবীজি, রইতে পারতেন লা-মকাঁয়
উম্মতের মায়ায় পড়ে, শুয়ে আছেন মদিনায় (ঐ)

'লাম ইয়াতি নাজি' এর
বাংলা কাব্যিক অনুবাদ

হাফেজ আনিসুজ্জামান

উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন
তোমারই মত কেউ হয়নি সৃজন।
সম্রাট মুকুট তব শিরে তো শোভে
দো'জাহানে তুমিই এমনি রাজন (ঐ)
সাগর উচ্ছাসে আর ঢেউ বেসামাল
অসহায় আমি ঝড় কি যে ভয়াল (২)
মাঝ দরিয়ায় আমি হাওয়া যে মাতাল
মম কাণ্ডারী তরী পার করো হে এখন (ঐ)
ওগো সূর্য দেখেছ কি, রাত্রি আমার
মদিনায় গিয়ে নিবেদিত এ ব্যাপার (২)
তব কিরণ জ্যোতি কাটে ভবের আঁধার
মম রাত্রি কাটেনি বিরহ মগন (ঐ)

তৃষ্ণার্ত আমি তব দান যে অপার
পূত কেশদামে মেঘ আছে তো দয়ার
ঝড়ে রিমঝিম, রিমঝিম ধারা করুণার
দু'টি বিন্দু এই দিকে হোক না পতন (ঐ)
হতচিত্ত মম জ্বালা অবিরত
মন ও প্রাণ জ্বলে, তাই তিক্ত ক্ষত
পথ এমনি বিপথে খুজব কত
তুমি ছাড়া বিজনে কে আছে স্বজন (ঐ)
নিবেদিত এ প্রাণ, বাড়ে প্রেমের অনল
প্রেম শিখা হৃদয়ে, এমনি দখল
মম তনুমন ধন সঁপে দিয়েছি সকল
প্রিয় নবীজি ছাড়া কাটেনা জীবন (ঐ)

মুহাম্মদের (দঃ) নাম

কাজী নজরুল ইসলাম

মুহাম্মদের নাম জপেছিলি, বুলবুলি তুই আগে
তাইরে কি তোর কণ্ঠের গান, এতই মধুর লাগে।
ওরে গোলাপ নিরিবিলি, তুমি বুঝি নবীর কদম চুমেছিলি
সেই কদমের খোশবো আজো তোর আতরে জাগে (২)
মোর নবীকে লুকিয়ে রেখে, তাঁর পেশানির জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে(ঐ)
ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম, চুমেছিলি নবীর কদম
আজও গুণগুনিয়ে সেই খুশি কি, জানাস রে গুলবাগে(ঐ)

যেতে মদীনায়

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

ইচ্ছে জাগে আমার যেতে মদিনায়
ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালী রওজায়
ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে নূরানী পর্দায় (ঐ)
সারা বছর আশেকগণ, জিয়ারত করে
জিলহজ্বে হাজীরা হজ্ব পালন করে
তাদেরই সঙ্গী হতে আমার মন চায় (ঐ)
নবীর দীদার যাদের নসীব হয়েছে
নিশ্চিত জান্নাতী তারা হয়েছে
পরকালে তাদের নেই কোন ভয় (ঐ)
আমি তো অধম যেতে পারি নাই
কাবারই কাবা সোনার মদিনায়
তাইতো কাঁদি আমি যেতে মদিনায় (ঐ)
রওজার পাশে আমি নামাজ পড়িব
নবীজিকে আমি সালাম জানাব
সে আশায় কেঁদে আমি বুকটি ভাসায়। (ঐ)

নবীজির তাজেদার

আল্লামা সলিম উদ্দিন হায়দার

আল্লামা সলিম উদ্দিন হায়দার
হে মোর প্রিয়নবী, হে নবীজির তাজেদার
তোমার বিরহে আজ কান্দি আমি জারজার।
মক্কার অলি গলি পর্বত পাহাড়তলি
সব জায়গায় তোমায় খুজি কিন্তু কেথা নাই তোমার দেখা (ঐ)
মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলছি তোমার দিওয়ানাই

ঐ যে দূরে দেখা যায় খোরমা খেজুরের বাগান।
চলছি মোরা শির হয়ে, গুনাহর বোঝা নিয়ে
সামনে ও রওজার দিকে, বুকে সালাম হাজার বার।
আচ্ছালাতু আচ্ছালাম ইয়া নবী খায়রুল আনাম
করছে নিবেদন তোমায় এ আদম ও হাকাছার (ঐ)
বাংলাদেশের এক ফকির দরবারে তোমার হাজির
দয়া কর হে নবী, তুমি তো দয়ার ভান্ডার (ঐ)

চল মদিনা

মাওলানা আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী

মুসলমা চল মদিনা চল (২)
আজি নহে তো কাল মুসলমা চল মদিনা চল। (ঐ)
হৃদয়ে তুই শান্তি পাবি বুকে পাবি বল
তোর দিন দুনিয়ার সকল মুশকিল হয়ে যাবে হল (ঐ)
ঘুমিয়ে কেটেছ এক মুদ্দত, এবার জাগ ছেড়ে দাও গাফলত
বাঁচাও দ্বীনের মান ইজ্জত
নইলে তোমার সকল মেহনত হবে যে নিষ্ফল। (ঐ)
পতিত যারা উন্নতি দাও
পথহারাদের সুপথ দেখাও
নবী প্রেমের ঝান্ডা উড়াও থাকবেনা কু'দল (ঐ)
দুশমন যারা আপন কর
গরীব দুঃখীর যতন কর
নবীর সুন্নাত পালন কর
কোরান সুন্নায় জীবন গড়, পাবে যে সুফল। (ঐ)

দীদারে মোস্তফা

(সংকলিত)

দয়াল নবী উম্মত ওয়ালা
শুয়ে আছেন মদিনায় (২)
নূর নবীজির জিয়ারতে কে কে যাবি আয়রে আয় (ঐ)
নূরের নবী ধ্যানের ছবি
নবী কূলের উজ্জল রবি
মানব দানব সবে মিলে
দরুদ ও সালাম জানায় (ঐ)
নবীর সঠিক প্রেমিক হলে
নামাজ রোজা জিকির করলে (২)
নবীর শাফায়াত মিলে
রোজ আখেরাতের বেলায় (ঐ)
বলে অধম সর্বহারা
নবীর প্রেমে দিশেহারা (২)
প্রিয় নবীর দীদার ছাড়া,
রুগ্ন মনের ঔষধ নাই (ঐ)

দিদারে মোস্তফা (দঃ)

জীবনে হবে কি তোমারি দিদার ইয়া রাসুলাল্লাহ
এ আশায় রয়েছি আমি গুনাহ্গার ইয়া রাসুলাল্লাহ্।
জগতে যে দিকে তাকায় দরদী আরতো কেহ নাই;
তুমি তো দোনো জাহানের ও সরদার ইয়া রাসুলাল্লাহ।
তোমারই নুরের এ সৃষ্টি হইতে হইল সমস্ত জাহান;
তুমিতো খোদার ও খোদায়ীরো ভান্ডার ইয়া রাসুলাল্লাহ।
তোমারই শান পর কোরবান হয় যে আল্লাহর রাস্তায়;
জীবিত থাকিবে ফরমান কোরআন ইয়া রাসুলাল্লাহ্
তোমারই জিয়ারতে গিয়ে হাজারো হাজ্বী মদিনায়;
এ গরীবেরও তুমি হও মদদগার ইয়া রাসুলাল্লাহ।
পেয়েছেন যিনি তোমাকে, পেয়েছেন খোদাকে তিনি;
জানি যে, তুমি রহমতেরই ভান্ডার ইয়া রাসুলাল্লাহ।
রোজ হাশরে ত্বরাইবেন যত সব গুনেহগার উম্মত;
এ ছাহারায় রয়েছি আমি ও অধম ইয়া রাসুলাল্লাহ।

ইচ্ছা জাগে যেতে মদিনা

মুহাম্মদ জামাল রব্বানী

ইচ্ছা জাগে যেতে মদিনা
মন মানেনা মদিনা বিনা
চল মদিনা চল মদিনা
কে যাবি চল সোনার মদিনা (ঐ)
বন্ধু, হেটে গেলে লাগবে কত দিন
দয়া করে আমায় বলে দিন
সীমান্তের বাঁধা খুলে দাও (২)
হেটে হেটে যাব মদিনা (ঐ)
মদিনারী সবুজ রওজায়
কত আশেক চুমু খেতে চাই
প্রভু তোমার কাছে করি প্রার্থনা
আমায় নাওনা সোনার মদিনা (ঐ)
লেখা আছে হাদিস কোরানে
জান্নাত মিলে নবীর দর্শনে
সেই নবীকে না পাইলে
জান্নাত আমার দরকার হবেনা।

সুখের ফাগুনে

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

দয়াল তোমার দ্বারে আরজি জানায় এই অধমে
আমি থাকতে চাইনা এই দুনিয়ায় সুখের ফাগুনে
আমি সর্বক্ষণ জ্বলতে চাই নবী প্রেমের আগুনে
আমি ঐ আগুনে সারাক্ষন জ্বলিতে চাই
যেই আগুনের পরশ লেগে দোযখের আগুন নিভে যায়

এই দুনিয়ার সবই কিছু তাহার পিছে ঘুরে
এই দুনিয়া লুঠিয়ে পড়ে নবী প্রেমের গগণে।

আমার মন বলে আমায়,

মুহাম্মদ সেলিম রিয়াদ

আমার মন বলে আমায়,
সব গাছের লতায় পাতায়
মদিনার নাম খানা লিখে রাখি
যেদিকে তাকায় যেন মদিনা দেখি। (ঐ)
মদিনা নাম বিনে এই হৃদয় একা
তাইতো এই মনে মদিনা লেখা
মদিনারই রঙ্গে আমার জীবন
রাখতে চাই মাখি। (ঐ)
মদিনার সাথে আমি করেছি প্রেম
তাইতো মদিনা নামটি আমার অক্সিজেন
মদিনার দিকে সুখে দুঃখে দিবানিশি তাই ঝুকি (ঐ)
মদিনা আমার স্বপ্ন মদিনা আমার কল্পনা
মদিনাকে নিয়ে আমি করি শুধু আল্পনা।

রূপের বর্ণনা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

আমি কি দেব সেই রূপের বর্ণনা
ইয়াসরিব যার কদম লেগে হলো মদিনা
মদিনা মদিনা মদিনা ॥
নুরের নবী মানব ছবি আসলেন এ ধরায়
যার আলোতে বিশ্ব ভূবন ধন্য হয়ে যায়
এমন আলো কারো সনে হয়না তুলনা। (ঐ)

নুরের নবীর হাসির আলোই তাহা পেয়ে যায়
সাক্ষী আজও হাদিসে পাক ভুল ভেবনা। (ঐ)
কত যে শায়াময় প্রিয় নবীর রূপ মুখ
দেখিলে তোলা যায় যত আছে দুঃখ সুখ
এ নজরে দেখার তরে আজিজ দিওয়ানা।(ঐ)

মাগো তুমি বলনা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী
মাগো তুমি বলনা
কখন যাবো, মদিনা
নবী প্রেমের যন্ত্রনা, সইতে মাগো পারিনা ॥
সবুজ গম্বুজ, মাগো পাব কখন দেখতে
উড়ে যেতে ইচ্ছে করে সেই রওজাতে
মনের আশা করব পূরণ কারো বাধা মানবনা। ঐ
মায়ের দোয়া খোদার কাছে হয় রে কবুল
বলছেন আল্লাহর প্রিয় রাসুল
মায়ের দোয়া কভু নাকি বৃথা যায় না। ঐ
আজিজ রজভীর মনের আশা
জিয়ারতে মদিনা শেষ ভরসা
তোমার দোয়া ছাড়া মাগো কিছুই আশা করিনা। ঐ

নবীর দেখা পেলে

শায়ের মুহাম্মদ জয়নুল

মায়ার নবীর দেখা পেতে চায় যে দু'নয়ন / আমার মন
নবীর দেখা পেলে হবে স্বপন পূরণ
কত আশা মনেতে জাগে
নবীজিকে দেখিব কবে
কবে নবীর দিদার হবে নবী ছাড়া দুজাহানে কে আছে আপন

মোদেরকে আছে আপন
কবরেতে আযাব সীমাহীন
সে আযাবে কাপিবে জমিন
রেহাই নাইরে নবীজি বিহীন
কবর হাসর পুল সিরাতে নবীজি আপন
নবীজি বড় আপনজন
খোদার কাছে মোদের প্রার্থনা
নবীর প্রেমে কর দিওয়ানা
নবী না দেখাইয়া নিওনা
নবীজির শাফায়াত ছাড়া দিওনা মরন
ও খোদা দিওনা মরন

হৃদয়ে নবীর প্রেম

শায়ের মুহাম্মদ জয়নুল

নবীজির প্রেম দাও জ্বেলে দাও হৃদয়ে আমার
মদিনারি গোলামীতে মরতে যেনপারি
এই আশা বুকে রেখে কান্দি জারে জার
ও মওলারে কবুল কর ফরিয়াদ আমার
কত মূখে শোনেছি মদিনার কথা
সেই মদিনায় যাব কবে মনেতে ব্যথা
মদিনার মোলাদের হব চাইনা কিছু তাকে
মায়ার নবী দুজাহানে বড়ই আপনজন
তাইতো নবীর দিদার পেতে ব্যাকুল আমার মন
দু জাহানে চলছে জুলুস আগমন তাহার
নবীর আগমনের ক্ষনে বইছে খুশির ঢল
মূর্দা ক্বলব জিন্দা হবে চল জুলুছে চল
জয়নুল বলে মিলে যাবে শাফায়াত তাহার

আল্লাহ তুমি

সংকলিত

আল্লাহ তুমি আমায় তাওফিক দাও যেতে সোনার মদিনা
যে মদিনায় শুয়ে আছেন মহান আল্লাহর নমুনা
যেখানে মন যেতে চাই যাওয়ার কোন সম্বল নাই
ঘুমে কিংবা জাগরনে দেখার ইচ্ছা হল মনে
ঘুরছি আমি পাগল বেসে হৃদয় ভরা নিয়ে প্রেরণা (ঐ)
এই আরব ভূমি তোমার তরে হৃদয় আমার বিসর্জিত
যে স্থানে বসে বসে প্রিয় নবী আরাম নিত।
সেই স্থান কে দেখার জন্যে মনে সদা কল্পনা (ঐ)
ধূ ধূ মরুর বুকেতে এই অন্ধকার জগতে
উদয় হল দ্বীনের রবি সে যে আমার প্রিয় নবী
দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পেলেন অনেক লাঞ্ছনা (ঐ)

আমার প্রাণের ও মুর্শিদ

শায়ের মুহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম

আমার প্রাণের ও মুর্শিদ প্রেমের মুর্শিদ
সিরিকোটির ও মহান গাউছে জমান।
তাহার নুরের ফয়েজ যখন আসে ক্বলবে
ক্বলব তখন জারি হয় আল্লাহ রবে
খোদার পথ ছিনাও তুমি গাউছে জমান।
মুশকিলে পড়ে যদি কোন আশেকান
হুজুর কেবলা তখন আপনি কর তার আছান
রাসুল তোমায় সাই দিলেন গাউছে জমান।
আধার যুগে মানুষ যখন যাচ্ছিল ফিরে
পথ হারাদের তুমি মুর্শিদ পথ দেখালে
না দেখারী বিরহেতে কাঁদুক সদামন॥

বাজিছে দামামা

কাজী নজরুল ইসলাম

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান ॥
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার, ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥
মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার, বুকে ইসলামী জোশ্‌ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্‌ আল্লার, চল্‌ আগে চল্‌ বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ, বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান।
নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের, শাহাদত্‌ ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের, শাসন করিল আধা জাহান
আজ তা'রা পড়ে ঘুমায় বেহোশ্‌, বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান ॥
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর, তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলায় খেলায় কেটেছে আসর, মাগ্‌রিবের আজ শুনি আজান।
জামায়াতে-শামিল হওরে এশাতে, এখনো জামায়াতে আছে স্থান।
শুকনো রুটিরে সম্বল ক' রে, যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক' রে সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহ্‌ আকবর রবে পুনঃ কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান ॥

মসজিদে ঐ শোন রে আযান

কাজী নজরুল ইসলাম

মস্‌জিদে ঐ শোন রে আজান্‌ চল্‌ নামাযে চল।
দুঃখে পাবি সান্তনা তুই-বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্‌ নামাযে চল্‌ ॥
ময়লা মাটি লাগানো যা তোর দেহ-মনের মাঝে
সাফ হবে সব, দাঁড়াবি তুই যেম্‌নি জায়নামাজে;
রোযগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল।
ওরে চল্‌ নামাযে চল্‌ ॥
তুই হাজার কাজের অছিলাতো নামাজ করিস্‌ ক্বাজা,
খাজনা তারি দিলি না, যে দীন দুনিয়ার রাজা;
তাঁরে পাঁচবার তুই করবি মনে তাতেও এত ছল।
ওরে চল্‌ নামাযে চল ॥
কার তরে তুই মরিস্‌ খেটে, কে হবে তোর সাথী
বে-নামাযীর আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি;
খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্‌ সফল।
ওরে চল্‌ নামাযে চল ॥

শানে গাউসে পাক (রাঃ)

সংকলিত

গুনাহগার পায় খোদার দীদার মহিমায় গাউসে সামদানী।
যে নামে হয় আগুন পানি সে আবদুল ক্বাদির জিলানী।
তোমরাই গাউসিয়তের শানে ইসলাম পাইল নতুনপ্রাণ,
ইয়া গাউসুল আযম পাইল নতুন প্রাণ,
আলোকময় কর মোর জীবন মুহীউদ্দীনে জিলানী ॥ ঐ
তোমারই দৃষ্টি গুনে ডাকাতের দল অলী হয়ে যায়,
ইয়া গাউসুল আযম অলী হয়ে যায়।
পলকে চোরকে আবদাল করে মোর পীরে লাসানী ॥ ঐ
দুনিয়ায় আপন বলতে তুমি ছাড়া আরতো কেহ নাই,
ইয়া গাউসুল আযম আরতো কেহ নাই।
ফিরাও মোর ভাঙ্গা তাক্বদীর এক নজরে কুতুবে হাক্কানী ॥ ঐ

অলি দিগের-রাজা মহারাজ

মাওলানা আখতার আলী আল-ক্বাদেরী

অলি দিগের রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম খানি।
আবদুল কাদের জিলানী ॥
কৃপা করে রাখ মোদের লাজ, ওগো কুতুবে রব্বানী।
আবদুল কাদের জিলানী ॥ (ঐ)
রাসূলে পাকের তুমি পিয়ারা, মাওলা আলীর নয়ন তারা।
মা ফাতেমার প্রাণের দুলাল, হাছান হোছাইনের জিগর পারা।
সর্ব গুণে গুণময়ী তুমি মাহবুবে সুবহানী।
আবদুল কাদের জীলানী ॥ (ঐ)
নজদী ওহাবীর ফিতনায় পড়ে যায় বুঝি মোদের ঈমান,
বে দ্বীন দিগের অত্যাচারে বড়ই মোরা পেরেশান।
পাঞ্জাতনের দোহাই তোমায় কর মুশকিল আছানী।
আবদুল কাদের জিলানী ॥ (ঐ)
মুছিবতে পড়ে আমরা, ডাকি তোমায় দস্তগীর,
মুহূর্তে উদ্ধার কর মোদের ওগো বড় পীর।
নাই তুলনা বিশ্বে তোমার পীরানে পীর লাছানী।
আবদুল কাদের জিলানী ॥ (ঐ)
রোজ হাশরের কঠিন দিনে তুমি যে মোদের আশা,
তোমার কৃপার তরে যাব, আছে মনে ভরসা।
তাইতো মোরা নিত্য জপি, তোমার ঐ পাক নাম খানি।
আবদুল কাদের জিলানী ॥ (ঐ)

মা ফাতেমার কান্দন

সেই মদীনায় যাব কবে মনে যে ব্যাথা
মদীনার মোসাফের হব চাইনা কিছু আর
মায়ার নবী দুজাহানের বড়ই আপনজন
তা তো নবীর দিদার পেতে ব্যকুল এই মন
দুজাহানের চলছে জুলুস আগমন তাহার
নবীর আগমনের ক্ষণে বইছে খুশির ঢল
মূর্দা কলব জিন্দা হবে চল জুলুছে চল।
জয়নুল বলে মিলে যাবে শাফায়াত তাহার

শানে গরীবে নেওয়াজ

(সংকলিত)

সোনা চাইনা চান্দি চাইনা, চাই তোমার দীদার
তুমি বড় দয়াবান ও খাজা আমি যে গুনাহগার (২)
অসীম দয়া তোমার জানে তো সকলে
গরীবকে আমীর কর কুদরতের কৌশলে (২)
প্রেমভাবনায় পাগল তোমার ভাসে নয়ন জলে (২)
পার কর ডুবাইয়া মার, মহিমা তোমার (ঐ)
আশ্চর্য এক শান দেখালেন আনা সাগর তীরে
পাগল করলে সকল জাতি, বসে আজমীরে (২)
তোমারী নাম একি বাবা সবাই যিকির করে (২)
কেউ ফিরে না খালি হাতে, করুনা পেলে তোমার (ঐ)
আজমীর শরীফ বহু দূরে যাব কেমন করে
দেখা দাও এক পলকে আসিয়া স্বপনের ঘরে (২)
স্বপ্ন সফল হবে যদি দেখা দাও মোরে (২)
আমার এই মিনতি কবুল কর একবার (ঐ)

মা ফাতেমার কাঁন্দন

✍ মাসুদ হাসান টকন

মা ফাতেমার কান্দন সীমার শুনলো জগতে
কান্দে মা ফাতেমা হোসেন হারা শোকেতে
কারবালার ময়দানে নবীর বংশ শহীদ হইল
সেই দিন হইতে এজিদের দল ঈমান হারা হইল
নবী প্রাণ হোসেনের গলায় সীমার চুড়ি চালাইল (ঐ)
পানি পানি করে শহীদ হইল সেইদিন কারবালায়
নিষ্ঠুর বেদ্বীন হামলা চালায় নবী বংশের কাফেলায়
এমন নিষ্ঠুরের কাজ দেখিনাই আর চোখেতে
যখন সীমার চালায় চুড়ি হোসেনেরী গলায়
মা ফাতেমার বুকটা তখন দুঃখে ভরে যায়
তখন ব্যাথার আগুন জ্বলে মা ফাতেমার বুকেতে
নবী বলে রক্তের বদল নিবো পর পারে
উম্মত গনকে করবো পার ময়দানে হাশরে
বলে মাসুদ হাসান টকন এমন প্রেমিক
নাই আর জগতে (ঐ)

শেরে বাংলার সৈনিক

✍ মুহাম্মদ আবু ইউসুফ নূর

ছুটে আয় শেরে বাংলার নির্ভিক সৈনিকেরা
খতম কর বাতেল ফেরকার যত আছে মুন্ডাগুলা
ওলিদের এই ভূমিতে কোরান সুন্নার মশাল জ্বালা
শেরে বাংলার স্বপ্ন ছিল আল কুরানের জ্বলবে আলো
সেই আলো ছড়িয়ে দিতে (২)
সুন্নিয়তের ফসল ফলা

বার আওলিয়ার বিদ্যাপিঠে আসে যারা ভাগ বসাতে
বুশ এজিদের দালাল তারা পড়াও এদের ঘৃণার মালা
নবীর শানে আঘাত হানে যারা নাস্তিকের দালাল তারা
ওলীর শানে আঘাত হানে যারা নাস্তিকের দালাল তারা
রেসালতের ধ্বনি দিয়ে এদের দূর্গে আগুন জ্বালা
ভ্রান্ত মতবাদি যারা
ওহাবীদের ছেলা যারা নাস্তিকের দালাল তারা
রেসালতের ধ্বনি দিয়ে এদের পিঠে আগুন জ্বালা।

মরুর বুকে

✍ আহমদুল্লাহ ফোরকান খাঁন

মরুর বুকে এক ফুল ফুটেছে
ফুল ফুঠেছে দেখ ফুল ফুটেছে
সেই ফুলেরী সুভাষ নিতে (২)
তাঁহার রঙ্গে রঙ্গিন হতে
আসমানি ফেরেস্তার ঢল নেমেছে
বাড়ি গাড়ি জায়গা জমি
টাকা কড়ি চাইনা আমি
বেহেস্তি ফুল আমায় পাগল করেছেঐ
আল্লাহ তায়ালার প্রিয় সে ফুল
নাই কেহ নাই তাঁর সমতুল (২)
মুহাম্মদ নাম তাহার আল্লাহ রেখেছে (ঐ)
আমি অধম কখন যাব
সেই ফুলেরী দেখা পাব (২)
তামাম জাহান যাহার প্রেমে পড়েছে (ঐ)

শানে খাজাবাবা

সংকলিত

ধুলায় মিশাইয়া দিল পৃথ্বিরাজের অহংকার
আজব শান খাজাবাবার (ঐ)
হাতিঘোড়া সৈন্যসেনা আসে লাখ লাখ
আল্লাহ ওয়ালার দরবারেতে আল্লাহ্ আকবার হাঁক
কাফেরেরা পালায় ডরে কি সাধ্য অস্ত্রধরে
আকাশে বাতাসে রণে আল্লাহ্ হু হু আর (ঐ)
সত্য কায়েম করি নবীর দ্বীন করিল জারি
আজমিরেতে বসাইল আসন নামে খাজা আজমিরী
গফুর হালি নতশিরে সালাম জানাই আজমীরে
মাইজ ভান্ডারীর হুকুম পাইলে যাইতাম রে একবার (ঐ)

শানে মাইজভান্ডারী

সংকলিত

মাইভান্ডারে কি ধন আছে, চামড়ার চোখে দেখবিনা
প্যাঁচার নয়ন আছে দিনে দেখেনা (ঐ)
খাঁটি সোনা বানিয়ে চিনে
বেবোজাই মানিক পাইলে মূল্য কি জানে
অন্ধ কি তার সুরত দেখে সামনে ধরিলে আয়না (ঐ)
মৃগ নারী হয়রে কস্তুরী
দৌড়ে দৌড়ে হরিণ সুগন্ধিপূরী
নিজের অংগে সে খোশবু, বোকা উই জানে না (ঐ)
রেল চলে বিটের উপর দি
বাস, রিকসা, রাস্তা দিয়া, নৌকা পানি দি
হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ চলতে ওসব লাগে না (ঐ)

ছিরিকোটের নূরী নিশান

গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী

পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে ডাকিল রহমতের বান
যবে হলো শুভাগমন ছিরিকোটের নূরী নিশান
আওলাদে মোস্তফা তিনি, আল্লাহর নবীর প্রিয় তিনি
মুর্শেদে বরহক তিনি আশেকগণের জানের জান (ঐ)
গাউছে পাকের তবলা ধরণী, ছৌরভি খাজার নয়নমনি
বাতেল এলমের খনি মুজাদ্দেদ গাউছে জামান (ঐ)
বদ আক্বিদার কালো মেঘে বাংলার আকাশ গেল ছেয়ে
তাঁরি আগমনে হলো, বাতেল পন্থির অবসান (ঐ)
জ্ঞান চক্ষু খুলিয়ে দিতে খোদা রাসুল চিনাইতে
ষোলশহর আহমদিয়া সুন্নীয়া তার অবদান (ঐ)
খানকাহ, মাদ্‌রাসা, মসজিদ, আঞ্জুমান আর কোটি মুরিদ
জিন্দা কেরামত তাঁহার এই সকল প্রতিষ্ঠান (ঐ)
ওরে মাওলা সৈয়দ আহমদ, গোলামের কর মদদ
রহমতের ফোয়ারা তুমি কর মোরে দয়াদান (ঐ)

হুজুর কিবলা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

হুজুর কিবলা তৈয়্যব শাহ
তিনি আওলাদের রাসুল
নইহে সাধারণ তিনি নুরেরী পুতুল। (ঐ)
হুজুর কিবলা আসলেন যখন বাংলাদেশেতে
বাধ্য হলো বাতিলেরা পালিয়ে যেতে
লক্ষ-কোটি বেছাহারাদের তিনি দিলেন কুল। (ঐ)
সারা বিশ্বে কাদেরীয়ার ঝান্ডা নিয়ে
কলব ভরিয়ে দিলেন তিনি আলো দিয়ে
হুজুর কিবলা তৈয়্যব শাহ্ নুরানী বুলবুল। (ঐ)
নুহের কিশতি জামেয়া হুজুর বলেছেন
ধরতে দামান তিনি মোদের শিক্ষা দিয়েছেন
যে মানিবে এই বানী থাকবে না তার ভুল। (ঐ)
সারা বিশ্বে সুন্নিয়তের প্রচারের তরে
ষোলশহর জামেয়া প্রতিষ্ঠা করে
আজিজ বলে এই জামেয়া ইলম দ্বীনের মূল । (ঐ)

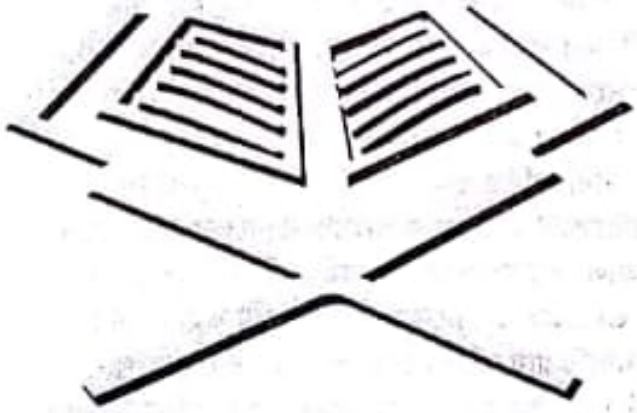

শেরে বাংলা

মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন খান (মামুন)

সুন্নিয়তের কর্ণধার সুন্নিয়তের রাহবার
শেরে বাংলা আমার জানের জান
শেরে বাংলা আমার প্রানের প্রান (ঐ)
ধন সম্পত্তি ছাড়িয়া নবীর প্রেমে পড়িয়া
ইশকে রাসুলকে নিলেন বুকে জড়িয়া (ঐ)
মুনাজারা করবে বলে বাতেলেরা ডাকে
দাওয়াত দিয়ে হামলা করে
শেরে বাংলাকে ॥
শেরে বাংলা সদাই চলতেন মাথা উচু করিয়া (ঐ)
ইমামে আহলে সুন্নাত উপাধি তাহার
আর হলেন নয়ন মনি সুন্নি জনতার
বাতেলদের ধ্বংস করলেন সুন্নি বাগান গড়িয়া (ঐ)
হাটহাজারীর প্রান কেন্দ্রে রওজা পাক তাহার
জিয়ারতের ঢল পড়ে সুন্নি জনতার ॥
শেরে বাংলার এই অবদান কেমনে
যাব ভুলিয়া (ঐ)

কছিদায়ে শেরেবাংলা

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আমরা কি ভুলে গেলাম শেরেবাংলার নাম
বাতিলেরা পালিয়ে যেত শুনলে যার নাম
ইতিহাসে আজও তিনি চির অম্লান (ঐ)
আন্দরকিল্লাহ শাহী মসজিদ সাক্ষী ও প্রমাণ
কাদিয়ানীরা পালাল দেখে শেরেবাংলার জ্ঞান
সেই মোনাজেরায় আবদুল হামিদ ফখরে বাংলা
শেরেবাংলা উপাধিটি করেছিলেন দান (ঐ)
ওহাবীদের গুরু মুফতি ফয়জুল্লাহ যার নাম
স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, শেরে বাংলার শান
শেরে বাংলা এলমের জাহাজ করেছেন এ'লান
খোদার মহিমায় তিনি আজও মহিয়ান (ঐ)
নবী অলির গুনগান যিনি গাইতে সারাক্ষণ
সিরিকোটি ও তৈয়্যব শাহকে জানতেন আপনজন
আলা হযরত আহমদ রেজার ছিলেন প্রিয় জন
ওয়াজের ময়দানে করতে ঈমানী বয়ান (ঐ)
খন্দকিয়ায় করেছিলেন শাহাদাতের সুধা পান
আট ঘন্টা পর প্রাণ ফিরে পেলেন মা ফাতিমার দান
তিনি গাজী তিনি শহীদ এটাই তো প্রমাণ
খোদার মহিমায় তিনি আজো মহিয়ান (ঐ)

শেরে বাংলা মোদের ইমাম

✍ সৈয়দ হাসান মুরাদ

শেরে বাংলা মোদের ইমাম তিনি মুজাদ্দিদ
কতো আলেম ছোহবত পেয়ে গাইছে না তার গীত
নওশাদ বলে এমন আলেম যাবে একদিন ফেঁসে
হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ, হুজুর কেবলা তাহের শাহ
আমার নবীর বংশধর, প্রিয় নবীর বংশধর
ভুলবোনা কভূ তোমাদের রাখবো মনে জীবন ভর
বাংলাদেশে আসবেন কবে গুনি অপেক্ষার প্রহর (ঐ)
সুদুর পাকিস্থান থেকে এই বাংলার জমিনে
কদম রাখলে খুশির সীমা ধরে না আর মনে (২)
আওলাদে নবীর মোহাব্বত আছে মোর এই অন্তর (ঐ)
তাহের শাহা ছৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটির নয়ন মনি
ভালবাসি যাকে সবাই বাঙ্গালীদের পীর তিনি (২)
বিপদ আপদ মুছিবতে রাখিও একটু নজর। (ঐ)
বারই রবিউল আওয়াল দেখো চট্টগ্রামে
লাখো সুন্নি জনতারই জুলুছের ঢল নামে
যে জুলুছে হাজের নাজের থাকেন আল্লার বন্ধুবর।

তাহের শাহ

তৈয়ব শাহ

ওয়ালী কুলের শিরোমনি ছিরিকোটী আমার
যাদের দামান ধরলে মোদের বেড়া হবে পার
ছিরীকোটী দিয়ে গেছেন এই জামেয়া
সেই দরবারে মিলে যাবে নবিজীর মায়া
জামেয়াকে বাসলে ভাল দোজাহানে পার (ঐ)
তৈয়ব শাহা ছিলেন কত মুরিদানের প্রাণ
নবীর আগমনের জুলুস তাহার অবদান
কত মুরিদ তাহার শোকে কান্দে জারেজার
তাহের শাহা মুর্শিদ আমার
আহলে সুন্নীতের পতাকা হাতে তাহার
সে পতাকার নিচে জান্নাত সূন্নী জনতার
গাওছে পাকের নামে চল ওহে আশেকান
ওহে নবীর আশেকান ওহে সুন্নি মুসলমান
সে নাম নিয়ে চললে পাবে নবিজীর সন্ধান
গাওছে পাকের আশেক যারা
নবিজীকে পাবে তারা নবিজীকে দেখবে তারা
ইসলামের এই ঢংকা যে আজ তাহার অবদান
বাগদাদ শরীফ রওজা তাহার
আছে সেথায় রহমতের ভান্ডার
কাদেরীয়া তারিকতে তাহারি সন্ধান
পাবে তাহারি সন্ধান তিনি বড় দয়াবান
তাহার উত্তর সূরি হয়ে
তাহের শাহা এসেছেন নিয়ে
ছিরিকোটি এসেছেন নিয়ে
তৈয়্যব শাহা এসেছেন নিয়ে
তরিকতে কাদেরীয়া তরিকতে কাদেরীয়।

রমজানের গান

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

খোদার প্রিয় রোজাদারগণ শোন অধমের নিবেদন
সেহরী ও ইফতারে চাই হালাল উপার্জন (ঐ)
মুমিনেরই রোজা এমন, বান্দা হয় আল্লার প্রিয়জন
রমজানে তাই হালাল খাবার বড়ই প্রয়োজন (ঐ)
রোজাদারকে ইফতার করান সওয়াব পাবেন একই সমান
ধন-সম্পদে হবে বরকত, যদি কর যাকাত দান (ঐ)
হালাল ভাবে ব্যবসা করে, দ্রব্যমূল্যে দাম কমান
রমজানের রোজা পালনে, তাতো বড় এহছান
যত পার দান কর ভাই, এতিম যারা সহায়হীন
পাক হবে ভাই জমাটাকা হবেন আপনি পূণ্যবান
রমজানের রোজাদারগণ খুশি হবে ঈদের দিন
রোজাহীনরা পুড়বে তখন, মনের জ্বালায় সারাক্ষণ

মা-বাপকে কষ্ট দিও না

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

তোমার মা-বাপকে কভু দিলেতে আঘাত দিওনা
তাদের পায়ের নীচে জান্নাত ভুলিও না (২)
দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করল যে মা
প্রসবের কালে জ্ঞান হারিয়েছিল যে মা
যে-মায়ের মনের কষ্ট আল্লাহ সহেনা (ঐ)
দুই বৎসর স্তনের দুধ পিয়াল যে মা
শিশুর তরে নিজের সুখ ত্যাগ করেছিল যে মা
সেই মাকে তোমরা যেমন তেমন বলিও না (ঐ)
তোমাকে যত্নে লালন করেছিল যে মা
অসুখে পাশে থেকে সেবা করেছিল যে বাপ-মা
যে মা-বাবার দিলকে তোমরা ভাঙ্গিও না (ঐ)
শিক্ষা দিক্ষায় তোমায় বড় করল যে বাপ-মা
ভাল খাবার তোমার মুখে তুলে দিত যে বাপ-মা
বড় হয়ে অস্বীকার তা করিও না (ঐ)

দুনিয়ার মায়া

সংকলিত

দুনিয়ারী মায়ায় পড়ে ভূলিসনা সকল
তোরা ভূলিসনা সকল
এই পৃথিবীর সবি নকল, নয় তোরে আসল,
বাবা গেল দাদা গেল, কেউত ফিরে নাহি এল
এমন করে সবি একদিন হবেরে বিফল (ঐ)
বিধাতাকে ভূলে গিয়ে মেতে আছ দুনিয়া নিয়ে
কঠিন আযাব হবে সেই দিন না থাকে আমল (ঐ)
আজরাঈল আসিবে যবে কোন ওজর না চলিবে
নেকী যদি না পায় সেদিন জ্বলবেরে অনল (ঐ)

মা-বাবা তোর কত আপন

সৈয়দ হাসান মুরাদ

দাঁত থাকিতে দাঁতের মূল্য দিলিনা মন দিলিনা
মা বাবা তোর কত আপন বুঝলিনা মন বুঝলিনা (ঐ)
মা জননী দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়া
বুকের দুধ পান করাইতেন রাত জাগাইয়া
সে মায়ের মনে কষ্ট দিতে একটু ভাবলিনা (ঐ)
মুহাব্বতের মা বাবার মুখ এ বার দেখিলে
কবুল হওয়া একটি হজ্বের পূণ্য মিলে
হাতের কাছে জান্নাত পেয়ে কদর বুঝলিনা (ঐ)
পাক কোরানে আল্লাহ তায়ালা দিলেন ঘোষনা
মা বাবাকে বড় কথা বলা যাবেনা
ওয়াবিল ওয়ালি দাইনি ইহসান লক্ষ্য করলিনা
বাবা কত কষ্ট করে সংসার চালাইতে
ভাল জিনিস সে না খেয়ে তোরে খাওয়াইতো
সে বাবারই একটি আদেশ রক্ষা করলিনা (ঐ)
মা জননী ঘুম পাড়াইতেন বুকে জড়াইয়া
বাবা এসে আপন হাতে নিত তুলিয়া
এমন মা বাবাকে মান্য করলিনা (ঐ)

ত্যাগের প্রার্থনা

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

সুন্নীয়তের কথা বলে যারা দিল প্রাণ (২)
মানবতার কথা বলে যারা দিল প্রাণ (২)
তাদের পথে নাও আমাদের ওগো মেহেরবান।
কত মায়ের সন্তানেরা গেল হারিয়ে
কাঁদছে তারা আমার মানিক দাও না ফিরিয়ে
কি সুখ পেলি আমার বুকের ধন কেড়ে নিয়ে
প্রতিনিয়ত তাইতো কাঁদে আমার শূন্যপ্রাণ (ঐ)
জানি কেন করলো বরণ ওরা শাহাদাত
সুন্নিয়তের কথা বলাই ছিল অপরাধ
সেই কাজে জীবন যদি, করব জীবন পাত
সফল হবে তখন শুধু মোদের দো'জাহান (ঐ)
আমার প্রিয় লিয়াকত ভাইয়ের খুনের ফোয়ারা
রাঙলো দেখ চাঁদ সুরুজে দুনিয়া সারা
পৌঁছে গেছে নবীর দেশে সেই রাঙাধারা
রাসুল যেথায় আরাম করেন নূরের বাগান (ঐ)
আমার প্রিয় হালিম ভাইয়ের খুনের ফোয়ারা
রাঙলো দেখ চাঁদ সুরুজে দুনিয়া সারা
পৌঁছে গেছে নবীর দেশে সেই রাঙা ধারা
রাসুল যেথায় আরাম করেন নূরের বাগান (ঐ)
ঈমানি ভাই লিয়াকত হালিম, লুকাল কোথায়
দিবা নিশি পরান তাদের খোঁজ করে বেড়ায়
মনে হলে তাদের কথা হৃদয় ছিড়ে যায়
ইচ্ছা জাগে তাদের পথে বিলাতে এ প্রাণ। (ঐ)

বিশ্ববাসী মুসলমান

আল্লামা সলিম উদ্দীন হায়দর

বিশ্ববাসী মুসলমান, হওরে এখন সাবধান
ধর্মের উপর চলছে আজি (২) চতুর্দিকে ঝড়তুফান (২)
এই তোফানের গতি (২) জাহেলী যুগের সমান (ঐ)
একদিকে শানে রাসুল, করছে সেথায় গন্ডগোল
বশর এবং বড় ভাইয়ের (২) মহ কহে বেউছুল (ঐ)
ক্বোরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে কলুসিত নবীর শান (ঐ)
মানবগড়া যা মতবাদ, গড়ে সে কি মরণ ফাঁদ (২)
তাই শুনা যায় বিশ্বনবীর (২) প্রেমিক গণের আর্তনাদ
যে নবী দেন সদা (২) সব কিছুর সমাধান। (ঐ)
ভক্তি এবং আদর্শ হচ্ছে ঈমানের অংশ
এই দুই ছাড়া মানবজাতি (২) সমূলে হবে ধ্বংস (২)
সুন্নাতে মুস্তফার (২) মধ্যে নিহিত কল্যাণ (ঐ)
দরগাহের বাহানাতে যা কুসংস্কারের রচনা (২)
আউলিয়া আর শহীদগণের (২) হচ্ছে অবমাননা (২)
সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় (২) করব মোরা জীবন দান(ঐ)
তাবলীগের নামে আজ চলছে ইলিয়াছের রাজ (২)
ধর্মকে বিকৃত করা (২) সর্বদাই তাদের কাজ (২)
মুমিনদের বেশ ভুষা (২) চলে দাজ্জাল ও শয়তান (ঐ)
শুদ্ধ আক্বিদায় জীবন (২) সত্য আদর্শে মরণ (২)
এই দুই কাজে ব্যস্ত যারা (২) সফল তাদের জীবন
মুখলেছিনা লাহুদ্দিন (২) খোদার ফরমান।

মা আমায় যেতে দাও

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আমায় যেতে দাওনা মাগো, আমায় যেতে দাও
সুন্নীয়তের রাজপথে মা আমায় যেতে দাও।
লিয়াকত হালিম ডাকছে মাগো আমায় যেতে দাও।
কোরআন, সুন্নাহর শাসন কি মা এ দেশেতে চাও?
তবে সুন্নীয়তের রাজপথে মা আমায় যেতে দাও (ঐ)
হয়তো শহীদ নয়তো গাজী হতে আমি চাই
এই দুই ছাড়া আমার মাগো কোন উপায় নাই (ঐ)
প্রিয় নবীর সৈনিক মাগো আমায় হতে দাও
সুন্নীয়তের রাজপথে মা আমার যেতে দাও (ঐ)
সেই আদর্শের সৈনিক মাগো আমায় হতে দাও
যেই আদর্শে প্রাণ দিয়েছেন লিয়াকত হালিম ভাই (ঐ)
নির্যাতিত মুসলিমদের মা মুক্তি দিতে চাই
মজলুম মুমিনদের মাগো সঙ্গী হতে চাই (ঐ)
খোদা এবং নবীর কথা বলতে আমি চাই
শেরে বাংলার উত্তরসুরী আমি হতে চাই (ঐ)
খালিদ-বীন-ওয়ালিদের মত জিহাদ করতে দাও
জিহাদের ময়দানে মাগো আমায় যেতে দাও।
ছাত্রসেনার কর্মী মাগো আমায় হতে দাও। (ঐ)

চল, চল, সেনাদল

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

চল, চল, সেনা দল, বীর সেনানী
পৌঁছে দিই ক্বোরআন-সুন্নাহর পবিত্র বাণী
চল চল, জলদি চল বীর সেনানী

সুন্নীয়তের মশাল নিয়ে রাজপথে নামি (ঐ)
মানবতার মুক্তির প্রত্যয়ে
সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
জিহাদের ময়দানে চল সেনানী
পৌঁছে দিই..... পবিত্র বাণী (ঐ)
নিয়ে চল হাতে শমসির খানি
বাতিলের প্রাচীরে আঘাত হানি
তাওহীদ রেছালতের স্লোগান ধ্বনি
পৌঁছে দিই..... পবিত্র বাণী।
আমরা তো ওমরের উত্তরসূরী
আমরাতো সুন্নীয়তের ঝান্ডাবাহী
মোরা ইসলামী ছাত্রসেনার মর্মবাণী
পৌঁছে দিই..... পবিত্র বাণী (ঐ)
বার আউলিয়ার এই পূণ্যভূমি
এইদেশ আমাদের মাতৃভূমি
চল, উড়াই দিই শান্তির ঝান্ডা খানি
পৌঁছে দিই ..... পবিত্র বাণী (ঐ)
মোদের অন্তরে ঈমান
✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
আমরা মুসলমান, আমরা নওজোয়ান
মোদের অন্তরে ঈমান
হাতে নিয়ে আল-ক্বোরআন তুলব জয় নিশান (২)
কোটি কোটি মুসলিম আজ অনাহারে মরে
অন্ন বস্ত্র ছাড়া তাদের চোখের পানি ঝরে
আল্লাহর বিধান চাই যে সংবিধান

হাতে নিয়ে আল ক্বোরআন তুলব জয় নিশান (ঐ)
বিধর্মীরা আজ কত অত্যাচার করে
বিশ্বব্যাপি কোটি কোটি মুসলিমদের উপরে
সুন্নী মুসলমান এক হয়ে যান
হাতে নিয়ে আল-ক্বোরআন তুলব জয় নিশান (ঐ)
সুন্নীয়তের আদর্শ আজ বিলুপ্তের পথে
মানববাদের বুলি নিয়ে প্রলেপ দেয় কি এতে ?
সুন্নী মুসলমান, এক হয়ে যান।
হাতে নিয়ে আল-ক্বোরআন, তুলব জয় নিশান (ঐ)
আল্লাহ্-নবীর কথা বললে, বলে মৌলবাদী ধিক্,
আল্লাহর পথে চললে বলে সাম্প্রদায়িক
দাও প্রভু দাও, দাও এদের জ্ঞান
হাতে নিয়ে আল ক্বোরআন তুলব জয় নিশান (ঐ)

আমাদের ধমনিতে রক্ত

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

আমাদের ধমনিতে কারবালার রক্ত (২)
সেই রক্ত কোনদিন পরাভব মানে না
আমাদের শিরাতে বদরের রক্ত
সেই রক্ত কোনদিন পরাজয় মানে না
মানে না, মানে না, মানে না (ঐ)
রাসুলের ভক্ত ঈমানে শক্ত (২০
সেই ঈমান কোনদিন কলুষিত হবে না (ঐ)
রাসুলের প্রেমে মোরা সর্বদা মত্ত (২)
সেই প্রেম কোনদিন বিচ্ছেদ হবে না। (ঐ)
দিনে রাতে সর্বদা মোরা জাগ্রত (২)

yqadri.blogspot.com

ছাহাবা সৈনিক আউলিয়া ভক্ত (ঐ)
মিথ্যা হতে মোরা চির মুক্ত (২)
অন্যায়ে প্রশ্রয় কভু মোরা দেব না (ঐ)
ভাংতে পারবেনা কেউ মোদের ঈমানি ঐক্য (২)
সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য (ঐ)

শপথ

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

এই সুন্দর পৃথিবীতে
মোরা শান্তির পতাকা উড়াব
এই সুন্দর পৃথিবীতে
মোরা সাম্যের পতাকা উড়াব।
যত মানবগড়া মতবাদ
মোরা সমূলে উচ্ছেদ করব
ক্বোরআন সুন্নাহ্‌র শাসন মোরা
এদেশে কায়েম করব। (ঐ)
মানবগড়া সংবিধানের অবসান মোরা করব
খলিফাদের মডেলে মোরা
ইসলামী শাসন আনব (ঐ)
আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের
আক্বিদার ভিত্তিতে চলব। (ঐ)
যতই বাধা আসুক না কেন
মোরা সুন্নী আন্দোলন করব
তাওহীদের রেছালতের
মিছিলে মোরা চলব (ঐ)
মহানবীর আদর্শের কথা

সর্বদা মোরা বলব
সত্য শান্তির পথে মোরা,
চিরদিন সবাইকে ডাকব। (ঐ)

নিরলস কাফেলা

ঐ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

রাসুলের এই নিরলস কাফেলা
চিরদিন জেগে থাকবে
সত্যের পথে মুক্তির পথে
বিকশিত জীবনের পথে
চিরদিন সব মানুষেরে ডাকবে(ঐ)
মানবগড়া মতবাদের
ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে
সুন্নীয়তের রণাঙ্গনে
চিরদিন তোমাকে আমাকে ডাকবে (ঐ)
আ'লা হযরত শেরে বাংলা
যে পথে সংগ্রাম করেছে
শহীদ হালিম আর লিয়াকত
যে পথে প্রাণ দিয়েছে
সেই পথের পথিক হতে
চিরদিন সবাইকে ডাকবে (২)
ইমাম হোসাইন কারবালার প্রান্তরে
যেই কারণে দিয়েছেন জান অকাতরে
সেই কারণে একতা হতে (২)
চিরদিন সবাইকে ডাকবে (ঐ)

জীবন কাটাই নবীর পথে

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

কত সময় হয় অপচয় হেলা ও খেলায়
এসো আল্লাহ নবীর পথে বাকী জীবনটা কাটাই।
খোদার ঘর মসজিদে গিয়ে খোদার তরে শির ঝুকায়ে
অন্তরের পাপ করতে মোচন, ফরিয়াদ জানাই (ঐ)
দুর করতে অন্তরের কালো, জ্বালাও রে মদিনার আলো
আল্লাহ মেহেরবান দয়ালু, শোনরে সবাই (ঐ)
যে হৃদয়ে আল্লাহ নবীর নাম তার তরে হারাম জাহান্নাম
জান্নাতবাসী হবেরে সে সুসংবাদ জানাই (ঐ)
কোরান সুন্নাহ, ইজমা কিয়াসের বাণী, সত্যি যদি আমরা মানি (ঐ)
পরকালে মোদের স্থান হবে, রহমতের শায়মানায় (ঐ)
জান্নাতের পথ নয়কো দূরে, রয়েছে তা মোদের কাছে
আল্লাহ নবীর পথে এলে, দেখবিরে সবাই (ঐ)

লিয়াকত স্মরণে

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

শহীদ লিয়াকত পৃথিবীতে এমন একটি নাম
সুন্নীয়তের তরে যে জন করল জীবন দান (ঐ)
লিয়াকত যে দিন, শহীদ হল
আকাশ ও লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল
অশ্রুতে দু'চোখ ভেসেছিল
গুমড়িয়ে কেঁদেছিল সুন্নী মুসলমান (ঐ)
হায়! আমরা যদি আজ লিয়াকত হতাম
খোদার দরবারে শহীদি মান পেতাম
শহীদি তালিকায় নাম উঠাতাম
সবার মুখে ছিল সেদিন, সেই শ্লোগান (ঐ)

শপথ

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

এবার মোরা শপথ নিলাম, আনব আবার খোদার রাজ
আন্দোলনের সময় এখন, আনতে রাসুলের সমাজ (ঐ)
ঐ চেয়ে দেখ খোদাদ্রোহী, শক্তিরা দেয় হানা
লক্ষ যুবক, রুখছে ওদের, তোদের কেন মানা।
মোদের সাথে আয় ছুটে আয়, হে ভাইয়েরা আজ (ঐ)
জানি এমন শপথ নিতে তোদের, বুকটা ভেঙ্গে যায়
সময়তো আর নাই হাতে ভাই, আয়রে তোরা আয়,
নবীপ্রেম হৃদয়ে নিয়ে, জ্বিহাদ করতে হবে।
হয়তো শহীদ নয়তো গাজী, একটা হতে হবে
প্রতিদানে পাবি তোরা, জান্নাতেরই রাজ (ঐ)
ঐ চেয়ে দেখ, নবীবিদ্রোহী শক্তিরা দেয় হানা
নবীর শানে করছে আঘাত, নয় কি তোদের জানা
করতে কায়েম হবে দেশে কুরান-সুন্নাহর রাজ (ঐ)

ওগো মা তুমি

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

ওগো মা তুমি - এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত
তোমার পদতলে রয়েছে জান্নাত (ঐ)
মাগো তুমি কত আপন, পূর্বে বুঝিনি
ছোট্ট বেলায় তোমার কত আদেশ মানিনি
তোমার হাতের পরশ পেলে, যাইগো মুসিবত
তোমার কদম তলে রয়েছে জান্নাত(ঐ)
চির জীবন মাগো আমি তোমার দোয়া চাই,
তোমার দোয়া না পেলে মা আমার উপায় নাই
তুমি দোয়া করলে মাগো, থাকে না বিপদ (ঐ)
এই জীবনে তোমার চেয়ে নেই কেহ আপন
তুমি ছাড়া দুঃখ গোচার নেই কেহ এমন
মাগো তুমি খোদার দেয়া শ্রেষ্ঠ রহমত (ঐ)
এই পৃথিবী থাকত মাগো মায়া মোহ হীন,
এই পৃথিবী থাকত মাগো ফুল ফল হীন (ঐ)

সবাই ভুল পথে

সৈয়দ হাসান মুরাদ

দেখা যায় সমাজে, সবাই ভুল পথে
সঠিক পথে কেউ তো নেই, কুরান সুন্নাহ মতে
আছে শুধু একটি পথ, আল্লাহ ও নবীর পথ
অলির পথ, সরল পথ সোজা পথ সুন্নিয়ত (ঐ)
কত রকমের দল আছে এ সমাজে
যার কোন পরিসীমা নাই।
ইসলাম বিদ্বেষী দল হয়েছে আজ পাগল
তাঁদের যে বিচার বুদ্ধি নাই।
দেখিয়ে বোমার বাহার করে কতো অত্যাচার
ইরাক ও আফগানিস্তান ফিলিস্তিনে
সাক্ষী তার
নিরীহ শিশু কিশোর মারে তারা শতে শত
তাদের মত, তাদের পথ ভ্রান্ত ও ভুল পথ(ঐ)
আর কিছু দল আছে আল্লাহকে মানে না
পরকালে বিশ্বাস করে না
তাদের মৃত্যুকালে স্বজনদের ডেকে বলে, আমাকে কবর দিওনা
আমারই লাশ খানা দিয়ে দিবে মেডিকেলে
ছাত্ররা শিখবে তাতে চিকিৎসা বিদ্যাহলে
তাদেরই মতবাদ মানবগড়া মতবাদ
নাস্তিক পথ, নাস্তিক পথ
তাও একটি ভুল পথ (ঐ)
আর কিছু দল আছে নামধারী মুসলমান
ধর্মকে করে অপমান
সইতে পারে না নবী অলির শান
যত কর গুণগান
বাতিল ফেরকার কথা বড়ই মধুর হয়
ঈমান চোরের কথা বড়ই মিষ্টি হয়
নারীর শাসন হারাম বলে
আবার বলে নেয়ামত
তারা ভন্ড, তারা বাতিল বলে ইসলামী আদালত (ঐ)

জঝবাহু

এম এন জোহুহাদী

জনগণ জাগ তোরা জাগ্ (২)
ছেড়ে দেয় কোমল পোষাক,
মায়ের সোহাগ, ঘর বাড়ী আর সন্তানাদি।
হায়রে হায় একি দশা, করেছে ঈমান খশা,
সর্বনাশা, অগ্নীবায়ূ নিরবদি ॥ ঐ
বাঁচাওরে ঈমান খানা,
ওরে ও সত্যমনা, শেষ জামানা, দাজ্জালের দল আসছে নাকি।
তাড়ারে জল্‌দি তাড়া, পরারে শিকল পরা,
দেয়রে কারা, মুনাফিক দল থাকবে নাকি ॥ ঐ
মুসলিম সমাজে আজি, কতইনা কারসাজি,
ধোকাবাজী, কতই নতুন পন্থা নিয়ে।
কেবা তাবলীগ ওয়াহাবীবাদ, মার্কস-লেনিন, মওদূদীবাদ,
করছে আবাদ, মুসলিম সাম্রাজ্যে গিয়ে ॥ ঐ
সুন্নী মতাদর্শ নিয়ে, চলরে নির্ভয়ে,
দেয় উড়িয়ে, ভন্ডবাজীর দূর্গশালা
নবী অলীদের পথে, কুরআন ও সুন্নাহ্ মতে,
আঁধার পথে, নবীর দীপ্ত মশাল জ্বালা ॥ ঐ

আশনি সংকেত

দিদার দস্তগীর

আবার তোরা উঠ্‌রে জেগে জয় ধ্বনী কর,
বিশ্বে বাতিল শক্তি আজি তীব্র ভয়ংকর
যেন কাল বৈশাখী ঝড় ॥
রণভেরী দুন্দুভী বাজে ছাত্রসেনার কুচ কাওয়াজে,
পথহারা গুমরাহ্ যারা বক্ষে তাদের শিকল বাজে।
প্রলয়ঘটা ঘূর্ণী বেগে বীর সেনানী প্রেমাবেগে
ছুটছে কি সুন্দর এদের দীপ্তময় অন্তর ॥ ঐ
ওরে দামাল বীর কাফেলা হৃদ মিনারে মশাল জ্বালা,
যত সব দুর্গশালার মুষ্টাঘাতে ভাঙ্গরে তালা।
তেজময় জুলফিকারে বিজয় কেতন উড়িয়ে দেয়রে,
কণ্ঠে না'রা ধর তাক্‌বীর আল্লাহ্ আকবার ॥ ঐ
মাস্‌জিদুল আক্‌সা ওরে পরা শক্তির করাল গ্রাসে,
মুসলিম উম্মাহ্ নিষ্পেষিত ভীত পরাশক্তির ত্রাসে।
উঠ্‌রে জেগে যুবক আজি গাজী সালাউদ্দীন সাজি
তীক্ষ্ণ অসি ধর ধরায় প্রলয় সৃষ্টি কর ॥ ঐ

নক্বীব

✍ দিদার দস্তগীর

চল্‌রে তোরা চল বীর সেনানী দল
ঐ ছুটেছে বিশ্ব জুড়ে সুন্নীয়তের ঢল। ------- বীর সেনানী দল।
দি-দিগন্তে উড়িয়ে দেয়রে ছাত্র সেনার বিজয় কেতন,
উজ্জীবিত কর্‌ তোরা সব আজও যারা অর্ধ চেতন,
মিথ্যা, বাতুলতার চলে প্রবল ঝড় বাদল।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ
ভয় পেরেশানী কি তোদের নেয়কি তেজ ও দীপ্ত ঈমান,
যে কাফেলার অগ্রপথিক থাকবেরে হাসান-হুসাইন (রাঃ),
মদীনার ইসলাম কায়েমে লড়াই করে চল্‌।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ
শাহাদাতের নেশায় আয়রে তেজী তরবারী নিয়ে,
সাদা কফিন জড়িয়ে বুকে চলরে জিহাদের ময়দানে,
উড়িয়ে দেয়রে ভন্ডবাজীর যত দুর্গাস্তাবল।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ
অরুণ প্রাতের তরুণ ওরে দুরন্ত দামাল সেনা দল,
মানব গড়া সংবিধানে আনবে অশান্তি কেবল,
নবীজীর আদর্শমালা আমল করে চল।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ
যে পথে করেছে গমন নবীজী ও সাহাবাগণ
ভ্রান্তি ছেড়ে আয় তোরা সব,
ঐ তরীক্বা করবি পালন,
তোদের ডাকে কম্পিত হোক বাতিল দল সকল।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ
কর প্রতিরোধ জোর জুলুম যত ব্যভিচার উৎপীড়ন,
আন ফিরিয়ে এই সমাজে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক শাসন,
নারায়ে তাকবীর আওয়াজে কাঁপা গগন তল।
বীর সেনানী দল ॥ ঐ

হামদ্

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন
পৃথিবীর এই প্রান্তরে,
তারি নামে জিকির করি
সবাই মিলে এক সূরে ॥
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥ (ঐ)

আল্লাহর জিকির করে যে জন
আখেরাত জয় করবে সে জন,
নামাজ কালাম পড়ে যে জন
আখেরাত জয় করবে সে জন (২বার)
ওরে আখেরাত জয় করিবে যে জন
তিনি পাবেন, জান্নাতরে ॥ ঐ

যেখান থেকে এসেছিলাম
যাইতে হবে সে পারে
মরনের পর বিচার হবে
দয়াল আল্লাহর দরবারে (২ বার)
ওরে আল্লাহর নাম জপিয়া গেলে
বিচারে পার পাবোরে ॥ (ঐ)

মানুষ মরিয়া গেলে
দিয়ে আসে কবরে,
মনকির নকির সয়াল করে
কে তোমার রব কে নবীরে (২বার)
এ বুকে মুহাব্বত নিয়া
আল্লাহ নবীর নাম বলব তারে (ঐ)

yqadri.blogspot.com

গজল

✍ মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

ওহ্ আল্লাহ ক্যানে যাইতাম মক্কা মদিনা
ওহ্ আল্লাহ ক্যানে যাইতাম (মদিনা মক্কা)

ওরে আঁয় বাঙালীর মনর আশা
চাইতাম কাবা ঘরখানা, চাইতাম নবীর আস্তানা (ঐ)
মনে হন্দে আল্লাহর ঘরত তাওয়াফ গরিবাল্লায়
মনে হন্দে কালা পাথরত চুমা হাইবাল্লায়
আল্লাহ্ চুমা হাইবাল্লায়।

মনে হন্দে জেয়ারত গইত্যাম
রাসুলুল্লার আস্তানা-পেয়ারা নবীর আস্তানা (ঐ)

মনে হন্দে শতানুরে দলা মারিবাল্লায়।
মনে হন্দে আল্লার ঘরত ঝিকির গরিবাল্লায় ঝিকির গরিবাল্লায় (২ বার)
ওরে মনে হন্দে দরুদ পইত্তাম
প্রিয় সোনার মদিনা, দয়াল নবীর আস্তানা (ঐ)
মনে হন্দে নবীর কদমত সালাম জানাতাম। (২বার)
ওরে মনে হন্দে চুমা হাইতাম
নূরুন্নবীর আস্তানা নবীজীর রওজা খানা (ঐ)

হামদ্

✍ মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

আলকোরানের কথা মান, যুক্তি বাদির নয়
আল হাদিসের কথা মান, যুক্তি বাদির নয়
কিছু যুক্তি বাদির বুকে আছে, শয়তানি কলব
তাদের যুক্তি ভাল নয়। ঐ

এই যুগেতে ঈমান রাখা, বড় কঠিন বড় দায়
জালেম জুলম শয়তানের দল
বেড়ে গেছে যেতায় সেতায় (২বার)
তাদের শয়তানি হাত, ভেঙ্গে ফেল ও মুসলিম ভাই (ঐ)

নবীকে মাটির মানুষ বলে, তাদের কোন ঈমান নাই
যারা নবীর বদনাম করে তারা মুসলমান নয়
তাদের যুক্তি দিয়ে কথা বলা যায়, সত্যি কিছু নয়।
ধর্মের নামে যারা করে, বুমা বাজি খুনা খুনি
জাতির শত্রু বটে তারা, আল্লা তায়ালার শত্রু জানি
তাদের ছিন্নকর ধ্বংস কর
ওহে মুসলিম ভাই।

জাগরণ প্রকাশনীর নিম্নলিখিত প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

১। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব - মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
২। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৩। নবীর পথে জীবন গড়ি - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৪। প্রাণস্পন্দন (কালজয়ী হামদ, নাত ও ইসলামী গানের সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৫। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয় - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৬। সুন্নীয়তের পথে - - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৭। কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৮। মদিনার স্পর্শ (নাত সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৯। মদিনার গুঞ্জন (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১০। সোনার খনি - (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১১। ছোটদের তৈয়্যব শাহ (রাঃ) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১২। সুন্নীদের বন্ধু কারা? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৩। মদিনার কলতান (কালজয়ী ইসলামী [illegible]) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৪। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদর (সংকলিত) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৫। মুনাজাতের দলিল (অনূদিত) - ইমাম শেরেবাংলা (রহঃ)
১৬। উদ্দীপন - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৭। ইসলামী গজল সম্ভার - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৮। [illegible] কালজয়ী উর্দু নাত সংকলন
১৯। হেরার জ্যোতি (কালজয়ী ইসলামী গান সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২০। কবি নজরুলের 'ইসলামী সংগীত' সংকলন
২১। [illegible] - অধ্যক্ষ আবদুল করিম সিরাজনগরী

প্রকাশিতব্য

২২। ছোটদের ইমাম শেরেবাংলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২৩। ছোটদের আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২৪। ছোটদের ইমাম হাশেমী (মা.জি.আ.) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২৫। কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যক্রম - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশনায় ঃ জাগরণ প্রকাশনী
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৮৮৬০৫৭৬

আরো ইসলামী বই পেতে
ভিজিট করুন:
www.yqadri.blogspot.com
faceboo.com/Y.BICS
twitter.com/Aayqadri